শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

প্রকাশক—

শ্রীসলিল কুমার মিত্র

এস্. কে. মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স

-২নং নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীমিহিরচন্দ্র ঘোষ

নিউ সরস্বতী প্রেস

২৫।৩এ, শম্ভু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দু' একটী কথা

গ্রন্থের গল্পটি নিজের খেয়ালে লিখেছি ;—কারো অনুকরণ বা অনুসরণ করি নাই। ভালমন্দ বিচারের ভার আমার পাঠকদের।

কলিকাতা
আশ্বিন, ১৩৪২

গ্রন্থকার

১

আমাদের গাঁয়ের বকমারী বিলের ধারে প্রকাণ্ড এক বটগাছ আছে। অনেক কালের পুরোণো গাছ। প্রত্যেক বছর পূজোর সময় তার তলায় বারোয়ারীর দুর্গা পূজো হয়। সেই সঙ্গে সেখানে পূবধারের মাঠে এক মেলা বসে। কত গাঁয়ের কত লোক যে সে মেলা দেখ্‌তে আসে কি বলব!

মেলায় বিক্রীও হয় অনেক জিনিষ,—পুতুল, খেলনা, বাঁশী, ফুটবল, মুড়ী, বাতাসা, নারিকেলের সন্দেশ, চীনেবাদাম ভাজা, লজেঞ্জুস্, আরও কত কি। কিন্তু একটা ভাল খাবার সেখানে পাওয়া যায় না। সেটা হচ্ছে আলুকাবলী। গাঁয়ের ছেলে-মেয়েরা 'আলুকাবলী' চোখেও দেখে নি।

সেবারও পূজোর সময় মেলা বসেছে।

একটি মেয়ে মেলার একধারে দাঁড়িয়ে তার ভাইয়ের সঙ্গে চীনেবাদাম ভাজা ও লজেঞ্জস্ খাচ্ছিল। আমাকে দেখে মেয়েটা বল্‌লে—"কি সুন্দর খেতে। খাবে একটা ?"

বল্‌লুম—"ভারী ত। আলুকাবলী খেয়েছ কখন ?"

সে ত আমার কথা শুনে হেসেই সারা। বল্‌লে—"কাবলীওয়ালাকে আবার কেউ খায় বুঝি ?"

বললুম—"বোকা। কাবলীওয়ালা নয়, কাবলী-ওয়ালা নয় আলুকাব্‌লী।"

সে বললে—'বুঝেছি মশায়। আলু আর কাবলী—হিঃ হিঃ হিঃ---"

তার ভাই বললে—"ও বুঝেছি। আলুবখরার মত খেতে। কাবলীওয়ালারা যেমন লম্বা-চওড়া হয় সেগুলোও তেমনি খুব বড় তাই তার নাম—আলুকাবলী—"

বললুম—"তোরা একেবারে গেঁয়ো ভূত—"

তারা বল্‌লে—"বেশ। আমরা ভূত ত ভূত"—বলেই দুজনে গাল ফুলিয়ে দুটো তালপাতার ভেঁপু বাজাতে বাজাতে মেলার ভীড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

তারপর সন্ধ্যাবেলা দেখলুম, মেয়েটির হাতে মস্ত

একটা সেলুলয়েডের ডল, আর, ছেলেটির হাতে, একখানা কাঠের তলোয়ার। তারা ভাই-বোনে হাত ধরাধরি করে গাঁয়ের পথ দিয়ে বাড়ী চলেছে।

ছেলেটির নাম মুকুল, মেয়েটিকে সকলে ডাকে কেয়ারাণী বলে।

সন্ধ্যেটা তাদের বড় আনন্দে কেটে গেল। তলোয়ারখানা মুকুলের বড় ভাল লেগেছে; আর, কেয়া ত পুতুল নিয়েই ব্যস্ত। কোথায় যে তাকে রাখবে ভেবেই পায় না। রাত্রে শোবার সময়ও তারা তলোয়ার ও পুতুলটাকে কাছছাড়া করলে না।

মুকুল তলোয়ারখানাকে রাখলে মাথার বালিশের নীচে; দরকার হলে, সে ঐ তলোয়ার দিয়ে চোর-ডাকাত বা বাঘ-ভাল্লুক বধ করবে। আর, পুতুলটা রইল কেয়ার পাশে শুয়ে।

কিন্তু তারপর অতি আশ্চর্য্য এক কাণ্ড ঘটল।

সকালবেলা মুকুল যেন ঘুম থেকে উঠে বালিশের নীচে হাত দিয়ে দেখে তার তলোয়ার নেই! কোথায় গেল? সে আরও ভাল করে খুঁজলে—না, নেই ত! সে বালিশ উলটে ফেললে, বিছানার চাদর ধরে টানলে, তোষকটাও টেনে নামালে, তবুও পেল না। তার স্পষ্ট মনে পড়ছে,

সে মাথার বালিশের নীচে তলোয়ারখানা রেখেছিল। মা সরিয়ে রেখেছেন কি ? মাকে জিজ্ঞাসা করলে।

তিনি বল্‌লেন—"না। তোমার জিনিষ তুমিই রেখেছ।"

"বাবা বল্‌তে পারেন ?"

"জিজ্ঞাসা কর—"

বাবাও বল্‌তে পারলেন না। তবে কি হ'ল ? তলোয়ার, আমার তলোয়ার ? কেয়া জানে কি ? না, সেই বা জান্‌বে কি করে ?

মুকুল সমস্ত ঘর, বারান্দা, উঠোন, পথ তন্ন তন্ন করে খুঁজলে। নেই, তার তলোয়ার নেই !

আচ্ছা, পথ দিয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে যাওয়া যাক্। কিন্তু পথটা আজ এমন ঠেকছে কেন ? এ কোথায় এল সে ? সামনে ওটা কি ? নদী ?

তাদের গাঁয়ে ত নদী ছিল না। সে নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়াল।

নদীর এপারে-ওপারে গাছ ; গাছে চড়াই পাখীর মত ছোট ছোট কাক ও তার চেয়েও ছোট শালিক বসে আছে। নদীর এপারে এক সার কালো পিঁপ্‌ড়ে নদীতে মুখ দিয়ে সারবন্দী হয়ে চকচক শব্দে জল

খাচ্ছিল। তাদের শুঁড় শিঙের মত। পিঁপড়েগুলো মুকুলকে দেখে মাথা নীচু করে তেড়ে এল। তাদের ভাব দেখে প্রথমে মুকুলের বড় আশ্চর্য্য বোধ হল। পিঁপড়েকে সে কোনদিনও জল খেতে দেখে নি; আর, পিঁপড়ে যে মানুষকে গরুর মত এমন ভাবে তাড়া করে তাও ত সে জানে না।

মুকুল এক লাফে নদী পার হতে গিয়ে তার একখানা পা গিয়ে পড়ল জলে। তাতে খানিকটা জল ছিট্‌কে উঠে তার ঠোঁটে লাগ্‌ল। মুকুল জীভ দিয়ে চেটে দেখে জলটা মধুর মত মিষ্টি ও ঘন। এটা তাহলে মধুর নদী? সেইজন্যে পিঁপড়েরা অমন করে খাচ্ছে?

পিঁপড়েগুলোও জলে নেমে সাঁতরে নদী পার হচ্ছে, আর, খাব্‌লা খাব্‌লা জল খাচ্ছে। তারা পারে উঠেই মুকুলকে শিঙ্‌ নাচু করে আবার তাড়া করলে।

এমন সময় হঠাৎ মুকুলের পিছনে একটা শব্দ হল। সে ফিরে দেখে, সেলুলয়েডের একটা গোটা-সোটা ডল তলোয়ার হাতে ছুটে আস্‌ছে। মুকুল অবাক্‌।

পুতুলটা কাছে আসতেই সে দেখ্‌লে, এ যে তারই তলোয়ার, পুতুলটা কেয়ার।

পুতুলটা কিন্তু তার দিকে ফিরেও তাকালে না;

সোজা গিয়ে পিঁপড়েগুলোর ওপর তলোয়ার চালাতে লাগ্‌ল। পিঁপড়েদের রক্তে মধুর নদী গাঢ় লাল হয়ে উঠল। তাদের মধ্যে মহা কান্নাকাটি পড়ে গেল। যে যেদিকে পারলে চীৎকার কর্‌তে কর্‌তে পিছন তুলে ছুটে পালাতে লাগ্‌ল। ঠিক তখনই ওপার থেকে আরও একজন কে ছুটে আস্‌ছিল। তার খোলা লম্বা চুলগুলো হাওয়ায় উড়ছে।

মুকুল দেখ্‌লে কেয়া।

কেয়া হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বললে--"দাদা, আমার ডল---?"

"ঐ যে—"

ডলটা মুকুল ও কেয়ার দিকে একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখেই তলোয়ার হাতে দিলে ছুট্‌।

তারাও দুজনে ডলের পিছনে পিছনে ছুট্‌ল।

২

ডল ছুটেছে, তলোয়ার হাতে। তার পিছনে মুকুল ও কেয়া ছুট্‌ছে। ডল ছোটে আর পিছন ফিরে তাকিয়ে মুচকে হাসে।

ছুট্‌তে ছুট্‌তে তারা একখানা মাঠের ধারে এসে ডলটাকে আর দেখ্‌তে পেল না।

মাঠখানার মাঝ থেকে জঙ্গল আরম্ভ। তারা হাঁফাতে হাঁফাতে জঙ্গলের ধারে এসে দাঁড়াল।

মুকুল বল্‌লে—"কেয়া দেখ্, দেখ্—"

কেয়া দেখ্‌লে, তাদের সামনে জঙ্গলের নীচে প্রকাণ্ড এক পুতুল-পুরী। রীতিমত এক শহর বললেই চলে। তাদের গাঁ কোথায় লাগে তার কাছে। সরু সরু রাস্তা ও গলি। তার দুধারে ছোট-বড় বাড়ী—কোনটা কাঠের, কোনটা মাটির, কোনটা খড়ের, কোনটা টিনের, কোনটা বা দিয়াশলায়ের বাক্স দিয়ে তৈরী। পথ দিয়ে পুতুল, গাড়ী, ঘোড়া, মটর যাওয়া-আসা করছে। পুতুলগুলোর চেহারা হরেক রকমের; কোনটা কাঠের, কোনটা সেলুলয়েডের, কোনটা পেতলের। তাদের গায়ে মজার পোষাক। পুতুলগুলো মুকুল ও কেয়াকে আড়চোখে দেখে, আর, নিজেদের মধ্যে কানে কানে ফিস্ ফিস্ করে কি যেন বলে।

তাদের রকম দেখে মুকুলদের রাগ হল। বল্‌লে "খবরদার!"

কয়েকটা পেতল ও পাথরের পুতুল তখন পথ দিয়ে

যাচ্ছিল। তারা বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—“চুপ্‌! আমাদের দেশে তোমাদের চোখ রাঙানী চলবে না। এসেছ, বেড়াও, দেখ, ক্ষিদে পেলে ইটের কুচীর সঙ্গে কচুর পাতা খাও বা কাদার মোহন ভোগ খেতে পার। এখানে চোখ রাঙানী চল্‌বে না—”

মুকুলের রাগ আরও বেড়ে গেল। সে বল্‌লে—“পুতুলের ইয়ারকি আমরা সহ্য করব না; এক আছাড়ে—”

তাদের ঝগড়া হচ্ছে। এমন সময় আস্তে আস্তে মুকুল ও কেয়ার চারধারে প্রায় হাজারখানেক পুতুল এসে ঘিরে দাঁড়াল। তারা বল্‌লে—“ওদের মারো, তাড়িয়ে দাও, ঘাড়ে চড়, চুল ধরে টানো, চিম্‌টি কাটো, জুতোর মধ্যে ঢুকে পড়—”

মুকুল ও কেয়া দেখলে তাদের পা বেয়ে পুতুল উঠছে, কয়েকটা তাদের পকেটের মধ্যে ঢুকে পড়ে নড়ছে, কয়েকটা কেয়ার চুল ধরে ঝুল্‌ছে, গোটা চল্লিশেক তাদের পা ধরে টান্‌তে লাগ্‌ল। এমন সময় দেখা গেল, বন্দুকে সঙ্গীন্‌ উঁচিয়ে একদল পুতুল তালে তালে পা ফেলে তাদের দিকে আস্‌ছে।

পুতুলরা চীৎকার করে উঠল—“সৈন্য আস্‌ছে—”

পকেট ও জুতোর মধ্যে যে পুতুলগুলো ঢুকেছিল

চারধারে প্রায় হাজারখানেক পুতুল এসে ঘিরে দাঁড়াল।

তারা গলা বাড়িয়ে বল্‌লে—"সৈন্যদের বল আমরা

এখানে। যেন পকেট আর পায়ে সঙ্গীনের খোঁচা না মারে বা গুলী না চালায়—"

"আর আমরা মেয়েটার চুল ধরে দোল খাচ্ছি, এদিকে যেন সৈন্যেরা আসে না—"

ব্যাপার দেখে কেয়া কেঁদে ফেল্‌লে। বল্‌লে—"দাদা, চল্ পালাই—"

"ভয় কি রে? দেখ্ না, এক ঘুষিতে সব ময়দা-গুঁড়ো হয়ে যাবে। তলোয়ার না নিয়ে যাব না—"

"আর আমার ডলটা—?"

"সেটাও পাবি—"

সৈন্যরা এসে সার দিয়ে দাঁড়াল। তাদের সর্দ্দার এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে—"কে তোমরা?"

মুকুল বল্‌লে—"যদি না বলি—?"

"কঠিন শাস্তি পাবে—!"

"হোঃ—"

"তবে প্রস্তুত হও—

"বেশ্—"

সৈন্যরা সঙ্গীন উঁচিয়ে সার বেঁধে তেড়ে এল। মুকুল বল্‌লে "কেয়া পা তোল্—"

দুজনে পা তুলতেই সঙ্গীনের খোঁচা লাগ্‌ল জুতোয়।

অমনি তার মধ্যে যে পুতুলগুলো লুকিয়েছিল, তারা চীৎকার করে উঠ্‌ল—"ওরে বাবারে, পেট ফুটো হয়ে গেল রে !"

সৈন্যরা আবার সঙ্গীন চালালে। মুকুল পকেট ঘুরিয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার উঠ্‌ল—"ওরে বাবারে, একেবারে মেরে ফেল্‌লে রে - -"

চারধারে যারা দাঁড়িয়েছিল, তারা ব্যস্ত হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগ্‌ল। কেউ বল্‌লে—"পকেট থেকে বেরিয়ে পড়," কেউ বল্‌লে "অ্যাম্বুলেন্স ডাকো," কেউ বল্‌লে "সৈন্যদের মারো, আমাদের পুতুলদেরই মারছে—"

জায়গাটায় ভয়ানক সোরগোল স্নরু হল। দূরে শব্দ হচ্ছে "ভঁপ্‌, ভঁপ্‌"। মুকুল ও কেয়া তাকিয়ে দেখ্‌লে পুতুলের অ্যাম্বুলেন্স আস্‌ছে। কিন্তু যারা আহত হয়েছে, তারা তখনও তাদের জুতো ও পকেটের মধ্যে।

মুকুল বল্‌লে "কেয়া, চল্‌, শীগগির চল্‌। এরাই জব্দ হয়েছে—"

এমন সময় কেয়া বললে—"দাদা দেখ্‌, দেখ্‌, ঐ বাড়ীটার দোতলার জানালা থেকে আমার ডলটা মুখ বাড়িয়ে দেখ্‌ছে"—

"তাইত রে—ধর্ ধর্"—বলে সে ছুটল।

কিন্তু সেখানে পৌঁছবার আগেই ডলটা তর্ তর্ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাড়ী থেকে বেরিয়ে দিলে ছুট্।

মুকুলরাও তার পিছনে ছুটল। আর, তাদের পিছনে ছুট্ল পাল পাল পুতুল, সৈন্য, অ্যাম্বুলেন্স গাড়ী। পুতুলদের চীৎকারে, মোটরগাড়ীর শব্দে কান ঝালাপালা।

মুকুল ও কেয়া পিছনে তাকিয়ে দেখে, ভীড়ের চাপে কতকগুলো চীনে মাটি ও মাটির পুতুল মুখ থুব্ড়ে পড়ে গুঁড়িয়ে গেছে। অন্য পুতুলদের সেদিকে লক্ষ্যই নেই; তারা তাদের ওপর দিয়ে সমানে চলেছে।

৩

মুকুল ও কেয়ার জুতোর মধ্যে যে পুতুলগুলো ঢুকেছিল, তারা কোন্ ফাঁকে বেরিয়ে গেছে। যে কটা সৈন্যদের সঙ্গীনের খোঁচায় জখম হয়েছিল, তারা পথের ধারে পড়ে কাত্রাতে লাগল। এ্যাম্বুলেন্স এসে তাদের তুলে নিলে। যারা তাদের পকেটে ঢুকেছিল, তারা না পারে বার হতে, না পারে পকেটের ঝাঁকুনি সইতে। কেবল কাতরাচ্ছে। মুকুল পকেট দুটো চেপে ধর্লে; শব্দটা চাপা হয়ে গেল।

কেয়া বললে—"দাদা, আরও শক্ত করে চেপে ধর্। পালিয়ে না যায়—"

"পালাবে কি রে? এই পকেটেই ওরা দম আটকে মরবে—"

"দাদা, সর্, সর্"—বলে কেয়া একপাশে সরে দাঁড়াল।

মুকুল দেখ্‌লে, তাদের হাঁটুর পাশ দিয়ে খান কয়েক এরোপ্লেন উড়ে গেল; তারপরই এল লাল, নীল, জাফ্রানী ও রামধনু রঙের কতকগুলো বেলুন। তাদের ছোট ছোট ঝুড়িতে সাহেব, মেম বসে আছে। তারা হাওয়া খেতে বেরিয়েছে।

কেয়া দুটো বেলুনকে চেপে ধরলে; অমনি সে দুটো ফট্ করে ফেটে গেল। তাদের ঝুড়ি দুটোও সঙ্গে সঙ্গে কিছুদূর গিয়ে মাটিতে পড়ল। ভাগ্যে তাতে কোন মেম ছিল না, ছিল কেবল দুটো সাহেব। তাও আবার চোখ ছোট, নাক খাঁদা জাপানী সাহেব।

জাপানী সাহেবদের লাগল খুব। কিন্তু তারা হাস্‌তে হাস্‌তে উঠে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে দুটো চোপ্‌সান রঙীন ফানুস বার করে ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে তাদের তার ধরে উড়ে চলে গেল।

এই ফাঁকে একটা পুতুল মুকুলের পকেট থেকে পড়ে গেল। মুকুল টেরও পেল না।

কেয়া ছুটো বেলুনকে চেপে ধরলে

পুতুলটা পড়েই ছুটতে ছুট্‌তে চীৎকার করছে-

"ভাই সব, বাঁচাও। ওরা এখনও এই জন্তু দুটোর পকেটে—"

মুকুল ও কেয়া পিছন ফিরে দেখে, পুতুলের পাল আস্‌ছে —তারা ধরে ধরে।

"ভ্যালা বিপদ—" বলেই দু ভাই-বোনে পাশের একটা আঁকা-বাঁকা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল। আর তাদের ধরে কে? গলিটার কাছে কাশীর গলি ত সোজা বড় রাস্তা।

তারা দু তিনটে গলি পার হয়ে একটা বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল।

মস্ত বাড়ী; আগাগোড়া টেক্কা মার্কা দিয়াশলাই দিয়ে তৈরী! সামনে প্রকাণ্ড ফটক। গেট দুটো দিয়াশলাই কাঠির। খুব বড় লোকের বাড়ী বলেই মনে হচ্চে। ফটকের পর উঠোন। উঠোনে অনেকগুলো মটর, খান দুই ফিটন দাঁড়িয়ে।

মুকুল বল্‌লে—"কেয়া চল্ ভেতরে যাই—"

"দরোয়ান কিছু বল্‌বে না?"

খোট্টা দরোয়ান বেঞ্চীতে বসে খৈনি ডলছিল। কেয়ার কথা শুনে বল্‌লে—"কুচ্ছু ভয় নেই। যাও খোঁখি—'

মুকুল বল্‌লে—"তবে আর কিরে খোঁথি? চল্।
দরোয়ানরাই ত বাড়ীর মালিক—"

দুজনে ভেতরে ঢুক্‌ল।

বৈঠকখানায় একটা খুব মোটা পুতুল বসে আছে। মস্ত তার ভুঁড়ি। সাধারণতঃ বড় বাড়ীর কর্ত্তাদের বড় ভুঁড়ি হয়। তিনিই বোধ হয় কর্ত্তা।

কর্ত্তার চারধারে মোটা মোটা তাকিয়া! কর্ত্তাকে সাতটা চাকর চড়াই পাখীর পালকের পাখা দিয়ে বাতাস করছে, মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে, তবুও গরম যাচ্ছে না। কর্ত্তা মাঝে মাঝে হুঙ্কার দিয়ে বল্‌ছে—"বড় গরম—"

অমনি চাকররা আরও জোরে জোরে বাতাস করছে।

কেয়া বললে—"দাদা, ঐ লোকগুলো কে রে?"

"ডাক্তার, কবিরাজ। চল্, জানালার ধারে সরে গিয়ে শুনি—"

"কিন্তু আমার ডল—"?

"আচ্ছা ছিঁচকাদুনে ত তুই। বল্‌ছি ডল না নিয়ে যাবই না। এই ত আমারও তলোয়ার গেছে; আমি কি তোর মত নাকে কাঁদছি—আঁমার তঁলোয়াঁর—?"

'যাও। তবে আমি যাব না—"

"অমনি নাকটা ঝিঙের মত ফুলে উঠ্‌ল। তবে যা বাড়ী—"

"আমি পথ চিনি না—"

"তবে আমি যখন যাব যাস্। এখন চল্ না, মজা দেখি। ডলটা না পাওয়া যায়, কর্ত্তাটাকেই নিয়ে যাব—"

কেয়া ঘাড় নাড়লে।

তারপর তারা জানালার ধারে সরে গেল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেই মুকুল বল্‌লে—"কর্ত্তার অসুখ—"

কেয়া খিল্ খিল্ করে হেসে উঠ্‌ল। বল্‌লে—"রোগা হয়ে যাচ্ছে বুঝি ?"

"না রে, মোটা হচ্ছে বলে— !"

"ধ্যেৎ! মোটা হওয়া আবার অসুখ না কি ? তবে মা কেন তোকে আমাকে দুধ খাইয়ে মোটা করতে চায় ? বলে, রোগা হয়ে যাচ্ছিস্ ?"

"বেশী মোটা হওয়া ভাল নয়—"

"বেশী না খেলেই হয়—"

"শোন্ ডাক্তার কবিরাজ কি বলে—"

ডাক্তাররা পরামর্শ করছে; কবিরাজরা তাদের দল

থেকে অন্য জায়গায় বসে হুঁকোতে তামাক খাচ্ছে।

একজন ডাক্তার বল্‌লে—"উপোস করিয়ে রাখ—"

আর একজন বল্‌লে—"কেবল জল খেতে দাও—"

একজন ছোকরা মত ডাক্তার ছিল। তার বয়স অল্প, কিন্তু এই বয়সেই সে চিকিৎসা শাস্ত্রের সব জানে। বল্‌লে —"আপনারা কর্ত্তার ভুঁড়ির দিকে লক্ষ্য রাখবেন। ঐ ভুঁড়িটা জল বোঝাই করতে চাইছেন। কিন্তু যদি একবার ফাটে ত এক ভয়ানক কাণ্ড হবে। এত বড় শহর একদম ভেসে যাবে—।"

সকলে বল্‌লে—"তা বটে, তা বটে—

একজন কবিরাজ বল্‌লে—"ও শরীর সারান আপনাদের কর্ম্ম নয়। ওঁকে দিন কয়েক রোদ্দুরে বসিয়ে রাখলে আপনিই শরীরের সব চর্ব্বি গলে শরীর চুপ্‌সে যাবে "

"আর, ঐ নাকের মধ্যে দুটো পলতে দিয়ে তাতে আগুন দিয়ে রাখবে ত? তাহলে শহরের পথে রাত্তিরে আর অন্য আলো জ্বালতে হবে না; কি বলেন, কবিরাজ মশায়?" বলে ছোকরা ডাক্তার একটু হাস্‌লে।

এমন সময় মুকুলরা দেখ্‌লে কেয়ার ডলটা তলোয়ার হাতে কর্ত্তার ঘরে ঢুকল। তারপর সোজা গিয়ে

তলোয়ারটা কর্ত্তার ভুঁড়ির মধ্য চালিয়ে দিলে; অমনি 'ভুস্' করে খানিকটা বাতাস বেরিয়ে গেল। কর্ত্তা
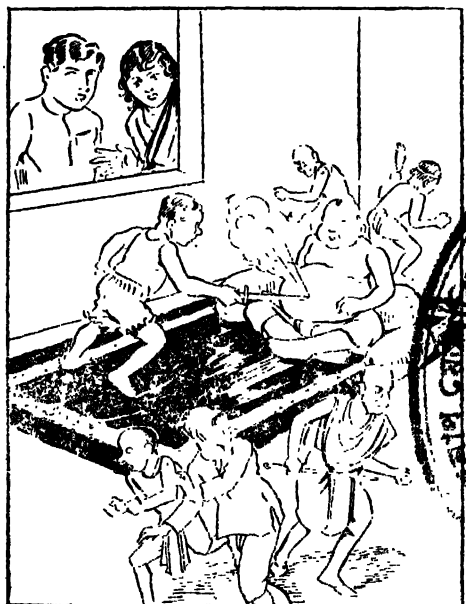
তলোয়ারটা কর্ত্তার ভুঁড়ির মধ্যে চালিয়ে দিলে।

কাগজের দোয়াতের মত চুপসে গেলেন। ঘরে যারা ছিল, তারা এই ব্যাপার দেখে, যে যেদিকে পারলে দিলে ছুট্।

ডলটা জানালা দিয়ে কেয়াদের দিকে মিট্ মিট্ করে তাকিয়ে ফিক্ ফিক্ করে হাসতে লাগল। সে একবার মুতুলকে জীভ বার করে দেখালে। মুকুলরা দেখলে, গোটা চারপাঁচ ফলসার বীচি তার জীভের আগায় জড় হয়ে আছে।

"দাদা, ডল ফল্সা খাচ্ছে—"

"দাঁড়া ওঁকে দেখাচ্ছি মজা—"

কিন্তু তার আগেই ডলটা কর্ত্তার বাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়েছে।

মুকুল বল্লে "কেয়া, তুই ভেতরে যা—"

"না, পরের বাড়ী—"

"তুই মেয়ে; তোকে কেউ কিছু বলবে না—"

"মেয়েদেরও বকে। আমি যাব না—"

"তবে চল্—"

তারা দুজনে বাড়ীটার চারধারে দৌড়তে লাগল। দৌড়তে দৌড়তে দেখ্লে ডলটা হঠাৎ খিড়কী দিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে।

"ধর্—ধর্—" মুকুল ও কেয়া ছুটল।

৪

খিড়কীতে ছিল একটা সান বাঁধানো পুরোণো পুকুর। তার একধারে একটা বট গাছ। পুকুর থেকে দুটি বউ—একটি কালিঘাটের কাঠের পুতুল, আর একটি

একখানা হাত মাটি থেকে তুলে বল্‌লে—"আহা!"

গঙ্গার ঘাটের বেনেবউ—জল আনছিল। বেনে বউয়ের নাকে মস্ত নথ ; হাতে বালা-তাগা, গলায় হার।

মুকুল ও কেয়া অতশত দেখে নি। তারা পুকুর ডিঙিয়ে যেতেই দুটি বউই তাদের পায়ে লেগে পড়ে গেল। বেনেবউয়ের মাটির শরীর। সে আর বাঁচল না ; তখনি মরে গেল। কিন্তু কালীঘাটের কেঠো বউ পড়েই খ্যানখ্যানে গলায় বলে উঠ্‌ল—"কে রে ? তোর কপালের চোখ জোড়া গেল কোথায় ?"

দুই ভাই-বোনে বড় লজ্জিত হল। কেয়া বেনে-বউয়ের একখানা হাত মাটি থেকে তুলে বল্‌লে—"আহা !"

মুকুল কেঠোবউকে তুলে বসিয়ে দিতে গেল ; বউটা বস্‌ল না, পড়ে গেল। তারা সেদিকে আর মনোযোগ দিলে না, ডলটা যে দিকে গিয়েছিল সেদিকে ছুট্‌ল।

কিন্তু বেশীদূর যেতে পারলে না ; গলির মুখে ভয়ানক ভীড়। ভীড়টা কিসের ? দুজনে ভীড়ের মাথার ওপর দিয়ে দেখে চারপাঁচটা পুতুল ডিগবাজী খাচ্ছে ! আর সব পুতুল তাদের ডিগবাজীর রকম দেখে হেসে কুটি-পাটি। ভীড়ের একধার থেকে একটা পুতুল বল্‌লে—"এবার তাল-ঘেসে নাচ হবে—"

একটা খোকা-পুতুল জিজ্ঞাসা করলে "সে আবার কি ?"

একটা তালপাতার সেপাই বল্‌লে—"এ দেশের লোক যখন বীর ছিল তখন যেমন করে নাচত সেই নাচ।"

খোকা পুতুল হেসে উঠল। বল্‌লে—"তা দেখে কি হবে ?"

তালপাতার সেপাই রেগে বল্‌লে—"ছোঁড়াটা বেজায় জ্যাঠা ! নাচলে ক্ষিদে বাড়ে। আর, নাচ দেখে আমরাও তাদের মত বীর হব—"

খঞ্জনী ও খোল বাজিয়ে তালঘেসে নাচ স্থরু হল। যারা ডিগবাজী খাচ্ছিল, তাদের একজনের ঘাড়ে আর একজন, তার ঘাড়ে উঠ্‌ল আর একজন ; এমনি করে শেয়ালের কাঁঠাল-পাড়ার মত করে তালগাছ তৈরী হল। সকলের ওপরের পুতুলটার হাতে একগাছি কচি দুর্ব্বো ঘাস, সেইটেকে সে তলোয়ারের মত ঘুরিয়ে কোমর বেঁকিয়ে নাচ্‌তে স্থরু করে দিলে। তালপাতার সেপাই হাত-পা ছুঁড়ে তালে তালে গাইতে লাগল—

"নাচ রে বাপ হনুমান
কাঁকাল বেঁকিয়ে
আলোচাল খেতে দেব
টে'পর ভরিয়ে—"

কতকগুলো পুতুল গম্ভীর হয়ে দেখ্‌ছে, কতকগুলো হাসছে, কতকগুলো বীরত্বে ফুল্‌ছে।

পুতুলগুলোর কাণ্ড দেখে মুকুলের গা ঘিন্ ঘিন্ করতে লাগ্‌ল। সে একবার ভাবলে দিই এক ধাক্কায় সব ভেঙে; এখনি বীরত্ব বেরিয়ে যাবে।

কেয়া বল্‌লে—"না দাদা, ওরা নাচুক। তবে সকলের নীচের পুতুলটাকে সরিয়ে নে। ওকে দেখে আমার বড্ড কান্না পাচ্ছে—"

"তুই এত নাকে কাঁদিস কেন বল্ ত? নাচ দেখেও তোর কান্না? মেমরাও ত মেয়ে। তারা কি এত কাঁদে?"

"তুই যেন দেখেছিস্। খুব কাঁদে; চোখে রুমালচাপা দিয়ে সরু গলায় কাঁদে। আমি সেবার দেখেছি। আমাদের ইস্কুলের দিদিমণির সঙ্গে একজন মেম এসেছিল। তার কুকুরটাকে ইস্কুলের ধারে সাপে কামড়ে মেরে ফেল্‌লে। কুকুরটা মরে যেতে মেমের সে কি কান্না রে দাদা। কেউ থামাতে পারে না; কেবল বলে—'মাই ডগি! ও মাই ডগি'। মেমরা যদি কাঁদতে পারে ত আমরা কাঁদব না কেন?"

"তবে কাঁদ। কিন্তু বাঙ্গালীমেয়েদের মত গলা ছেড়ে

কাঁদবি, তা বলে দিচ্ছি—” বল্‌তে বল্‌তে মুকুল পুতুল-গুলোকে ডিঙিয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়ল।

কেয়াও তার পিছন পিছন চলেছে। তাদের কানে তখনও তালঘেসের খোল-করতালের আওয়াজ ও তালপাতার সেপাইয়ের গান ভেসে আস্‌ছে। তারা বড় রাস্তায় এল ত; কিন্তু যাবে কোন দিকে?

রাস্তার ওধার দিয়ে টিনের লাইনের ওপর টিনের ট্রাম চলেছে। তার মধ্যে সব টিনের পুতুল বসে।

মুকুল ও কেয়া তাদের বাবার সঙ্গে একবার বর্দ্ধমানে মামার বাড়ী গিয়েছিল। তাদের গাঁ থেকে নৈহাটী দিয়ে বর্দ্ধমান যাওয়াই সুবিধা। কিন্তু তারা দু'ভাই বোন কোনদিন কোলকাতা দেখে নি বলে শিয়ালদহের ষ্টেশনে নেমে ট্রামগাড়ীতে চড়িয়ে বাবা তাদের হাওড়ায় নিয়ে যান। সেদিন আবার হাওড়ার পোল খোলা ছিল; তাই তারা ফেরী ষ্টীমারে হাঁস-মুরগী, তরকারীর ঝুড়ি ও আফিসের বাবুদের সঙ্গে গঙ্গা পার হয়। কাজেই ট্রাম দেখে তারা বেশ চিন্‌তে পারলে।

একটা পুতুল কয়েকটা কুকুর নিয়ে যাচ্ছিল; একটা উড়ে পুতুল একপাল মাটি, পাথর, চীনে মাটি ও সেলুলয়েডের গরু-ছাগল নিয়ে চরাতে চলেছে। কুকুর

বা গরুগুলো মুকুলদের কিছু বল্‌লে না; কিন্তু উড়েটা চিঁ চিঁ শব্দে বল্‌তে লাগ্‌ল—"সরি যিয়—"

উড়ে পুতুল······গরু-ছাগল নিয়ে চরাতে চলেছে

উড়ের কথা আবার কে কবে শোনে? মুকুলরা সমানে চল্‌তে লাগ্‌ল।

কিন্তু ডলটা কোথায় গেল? কিছুদূর গিয়ে তারা দেখ্‌লে, একটা বাড়ীতে বিয়ে হচ্ছে। পুতুলের বিয়ে দেখে কেয়ার বড় আনন্দ হল। সে সেখান থেকে নড়তেই চায় না।

কত রকমের পুতুল নেমন্তন্ন খেতে এসেছে। তাদের পরণে নানা রঙের পোষাক; কেউ পরেছে ছিটের, কেউ পরেছে সিল্কের, কেউ ন্যাকড়ার, কেউ জরীর। ছেলে মেয়ে, বুড়ো, হাত ভাঙা, পা ভাঙা পুতুলে বাড়ী গিস্‌গিস্ করছে। তাদের গয়নারই বা কি বাহার! হরেক রকমের পুতির মালা গলায় ঝুল্‌ছে।

কেয়া বল্‌লে—"ঐ দেখ্ বর-কনে—"

মুকুল দেখ্‌লে সাবানের বাক্সের মধ্যে কুমড়ে পুতুল কনে, আর, চীনে মাটির পুতুল বর বসে আছে। বিয়ের খাবারও তৈরী হয়েছে নানারকম। কেউ কেউ খেতে বসেছে।

কেয়া গাছ-কোমর বেঁধে তাদের সঙ্গে ভীড়ে গেল। মুকুল বল্‌লে—"তুই থাক কেতকী; আমি চললুম—"

কেয়া সবে বর-কনেকে হাতে তুলে দেখ্‌ছে। কনে

লজ্জায় কাঠ, বরের মুখে মুচ্‌কী হাসি। কেয়া তাদের ধপ্‌ করে ফেলে দিয়ে মুকুলের কাছে এল।

পড়ে গিয়ে বর-কনের লাগ্‌ল খুব। কিন্তু লজ্জায় সে কথা তারা কারুকে মুখ ফুটে বল্‌তে পারলে না; তবে অন্য সকলে চিঁ চিঁ করে উঠ্‌ল। বললে—"অত্যাচার, ডাকাতী, গুণ্ডামী, অপমান! আমরা খবরের কাগজে এ কথা লিখ্‌ব, এ বিষয়ে বই ছাপাব, গল্প লিখ্‌ব, বক্তৃতা দেব।"

তাদের কথা শুনে মুকুলদের মুখে হাসি ধরে না। পুতুলদের আবার রাগ! এক আছাড়ে বা একটা টিপন দিলেই তাদের প্রাণ বেরিয়ে যায়, তারা আবার ভয় দেখায়। তারা রাস্তা দিয়ে নির্ভয়ে চল্‌তে লাগ্‌ল।

পথের ছুধারে বাড়ী। এক জায়গায় কনশার্ট বাজছিল—বেহালা, ঢোলক, বাঁশি, হারমোনিয়াম, আরও কত কি। একটা বাড়ীর বৈঠকখানায় কয়েকটা ক্ষুদে পুতুল ক্যারম খেল্‌ছে; রোয়াকের ওপর কয়েকটা বুড়ো পুতুল তামাক টান্‌ছে; কেউ বা সেকালের গল্প ফেঁদে বসেছে।

রাস্তা দিয়ে ফেরীওয়ালা যাচ্ছিল। তাদের ছু ভাই-বোনের ক্ষিদেও পেয়েছে খুব! কিন্তু খাবে কি? পুতুলরা যা খায় তা অখাদ্য।

এদিকে ডলটার আর দেখা নেই। তারাই বা আর কোথায় খুঁজবে? ক্লান্ত হয়ে ভাই-বোনে এক জায়গায় বসে পড়ল।

খোকা-পুতুল সেখানে এক্সারসাইজ করছিল

অমনি নীচে থেকে শব্দ হল—"ওরে বাবারে মরে গেলুম রে—"

মুকুলরা তাড়াতাড়ি উঠে দেখে, জায়গাটা খোকা পুতুলদের খেলার মাঠ। কতকগুলো খোকা-পুতুল সেখানে এক্সারসাইজ করছিল। কেউ দৌড়চ্ছিল, কেউ সি-সতে দোল খাচ্ছিল, কেউ প্যারাল্যাল বারে উঠ্‌ছিল, কেউ বা হোরাইজেণ্টল বারে উঠে দুল্‌তে দুল্‌তে নানারকম কসরৎ করছিল। মুকুলেরা না দেখে তাদের ওপরই বসে পড়েছে।

"ওঠ্‌-ওঠ্‌—সরে বোস্‌ কেয়া।" বল্‌তে বল্‌তে দুজনেই সরে বস্‌ল।

পা তাদের আর চলে না। পুতুল-পুরী এত বড় হয় তা কে জানত ?

তারা বসে বসে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে ঘুমিয়ে পড়ল।

বেলা তখন প্রায় পড়ে এসেছে। তবুও বেশ রোদ্দুর ছিল। তবে সূর্য্য একখানা মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছিল তাই তাদের বিশেষ কষ্ট হল না। না হলে পুতুল-পুরীর গাছ-পালা এত বড় নয় যে তাদের ছায়া পাওয়া যাবে। তবুও যে সব গাছ ছিল, তাদের ডালে

কাক, শালিক, চড়াই, চিল, শকুন, টুন্‌টুনি চুপ-চাপ্‌ বসে আছে।

খোকা-পুতুলরা হৈ-চৈ করলেও তাদের ভাই-বোনের ঘুমের ব্যাঘাত হল না।

তাদের চারধারে হাজার হাজার পুতুল জড় হয়েছে

(৫)

তারা যখন উঠ্‌ল তখন সন্ধ্যা—তাদের চারধারে হাজার হাজার পুতুল জড় হয়েছে। মোটর, ঘোড়া, ঘোড়ারগাড়ী, বাস, ট্রাম, এমন কি, কাঠের ঠেলাগাড়ী পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে আছে। চারধারে মহা গোল। এমন জিনিষ পুতুলরা কেউ কখনও দেখে নি। তাদেরই মত নাক্ কাণ, চোখ, হাত, পা আছে; অথচ এত বড়!

পুতুল-পণ্ডিতরা চশমা চোখে অনেক কালের তালপাতার পুথি খুলে এদের সন্ধান নিচ্ছে। না, এদের বিষয় কিছুই ত পুথিতে লেখে না! এ দুটো কি?

মুকুল ও কেয়াকে উঠ্‌তে দেখে, সকলে পালাবার জন্যে ঠেলাঠেলি লাগিয়ে দিলে। যাদের গাড়ী-ঘোড়া ছিল তারা টকাটক তাইতে উঠে পড়ে পালাতে লাগ্‌ল। যারা পায়ে হেঁটে এসেছিল, বিপদে পড়ল তারাই; আর, সব চেয়ে মারাত্মক অবস্থায় পড়ল খোকা-পুতুলরা। তারা কেঁদেই সারা। ধাক্কা-ধাক্কি, হুড়োহুড়ি লেগে গেল। এ ওর ঘাড়ে পড়ে; কারো জুতো খুলে গেছে; কারো জামা ছিড়ে গেল; কারোবা লম্বা কোঁচা ও উড়ুনি মাটিতে লুটোচ্ছে। পণ্ডিতরা সকলের আগেই সরে পড়েছে।

মুকুল ও কেয়া কতকগুলো পুতুলকে খপ্ করে চেপে ধরলে। কিন্তু পুতুলগুলো মোমের; মুঠোর মধ্যে গিয়েই তাল-গোল পাকিয়ে গেল। সেগুলোকে ফেলে দিয়ে আরও কতকগুলোকে চেপে ধরতে যেতেই তাদের দুজনের পিছনে টান পড়ল। মুকুল ফিরে দেখে শ দুই সোলার হাতী, তাদের ঘাড়ে সোলার মাহুত; মাহুতদের মাথায় পাগড়ী, কানে মাকড়ী। হাতীগুলো শুঁড় দিয়ে মুকুলের পাঞ্জাবীর খুঁট, কেয়ার চুল ও আঁচল চেপে ধরে টানছে। কেয়ার ফিরে দেখবার উপায় নেই। সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

মুকুল বললে—"তুই কাঁদিস্ নি। দেখ্ না, সব কটাকে ধরছি। তুই বেশ শক্ত হয়ে বসে থাক—" বল্‌তে বল্‌তে সে পাঞ্জাবীটা খুলতে আরম্ভ করলে।

অমনি বাঁশী বেজে উঠল—"পিঁ—পাঁ—পুঁ"। দেখতে দেখতে মাঠ সাফ; হাতী নেই, পুতুল নেই, আছে ঝিঁ ঝিঁ পোকা, জোনাকী ও দু' একটা পাহারাওয়ালা।

কেয়া বললে—"দাদা, মায়ের জন্যে বড় মন কেমন করছে।"

মুকুলেরও ইচ্ছে হচ্ছিল, বাড়ী যাই। কিন্তু তার তলোয়ারখানার ব্যবস্থা তখন পর্য্যন্ত হ'ল না।

সে বল্‌লে—“চল্‌। কিন্তু ফেরবার পথ কোথায়? ঐ যে আলো দেখা যাচ্ছে।”

তারা আলো লক্ষ্য করে চল্‌তে লাগ্‌ল। মাঠের শেষে পথের দু’ধারে দোকান। দোকানে রং-বেরংয়ের চীনে লণ্ঠন জ্বল্‌ছে। পথের ধারে ধারে জোনাকীর আলো। সাত আটটা জোনাকীর গলায় সূতো বেঁধে খুঁটির ওপর থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। জোনাকী-গুলো উড়ে পালাতে গিয়েই সূতোর টানে আবার খুঁটির কাছে ফিরে আস্‌ছে। অনবরত এই রকম করছে। তাতে মনে হচ্ছে আলোগুলো অন্ধকারে দুল্‌ছে। পথ দিয়ে গাড়ী-ঘোড়া চল্‌ছিল। কিন্তু তাদের আলো দেখে মুকুল ও কেয়ার তাক্ লেগে গেল। ঘোড়াগুলোর কপালে, মোটরের বনেটগুলোর মাথায়, কোচম্যান-ড্রাইভারগুলোর চোখে কেঁচোর রস। আবার চৌমাথায় যেখানে খুব বড় আলোর দরকার সেখানে একটা করে ঘেসো-পোকা বসানো। ঘেসো-পোকাগুলো মেয়ে জোনাকী।

তারা দুজনে পথ ধরে চলেছে। কিছুদূর গিয়ে মনে হল, তাদের দুজনকে যেন কে অনুসরণ করছে। তারা দুজনেই চট্ করে ফিরে দেখে কেয়ার ডল। তার কাঁধে তলোয়ার। সে বডিগার্ডের মত ঠিক তাদের পিছনে

ছিল। মুকুল ও কেয়াকে ফিরতে দেখে সে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠ্‌ল। মুকুল তাকে ধরতে যেতেই সে তার পায়ের নীচে দিয়ে গলিয়ে ছুটে পালাল।

তারা দু ভাই-বোনেও ছুট্‌ল।

ঐ তাদের আগে আগে ডল যাচ্ছে, হাতে খাপখোলা বাঁকা তলোয়ার, জোনাকীর আলোয় ঝক্‌মক্ করছে।

ছুট্‌তে ছুট্‌তে, ছুট্‌তে ছুট্‌তে তারা এক জায়গায় এসে পৌঁছল। দেখ্‌লে জায়গাটা রেল-ষ্টেশন। একখানা ট্রেণ তখন ষ্টেশনে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তার ইঞ্জিন নেই, ইলেক্‌ট্রিক বা পেট্রোলেও তা চলে না, চলে কেবল ফুঁয়ের জোরে। ট্রেনখানাতে দশখানা যাত্রী বোঝাই গাড়ী। সকলের শেষে গার্ড সাহেবের গাড়ী। অন্য গাড়ীগুলোর সঙ্গে একটা লম্বা ডাণ্ডা দিয়ে সেখানা বাঁধা, তাই গাড়ীখানা একটু দূরে থাকে।

মুকুলরা ষ্টেশনে যাবার এক মিনিট পরেই টিং টিং করে গাড়ী ছাড়বার ঘণ্টা বাজল। অমনি গার্ড সাহেব মস্ত হাঁ করে নিজের গাড়ীর মধ্যে ঘুরপাক দিতে লাগ্‌লেন। তারপর এক গাল বাতাস নিয়ে দৌড়ে গিয়ে গাড়ীগুলোর পিছনে দিলেন এক ফু। সেই ফুঁয়ের ধাক্কায় সামনের গাড়ী ছুট্‌ল; সেই সঙ্গে

গার্ডের গাড়ীতেও টান পড়ল। এমনি কোরে তিন ফুঁয়ে গাড়ী ষ্টেশন পার হয়ে অন্ধকার মাঠের মধ্যে চলে গেল।

ঠিক তারপরই একখানি ট্রেন হু হু শব্দে ষ্টেশনে এসে ঢুক্‌ল। সেখানা থামালেন ষ্টেশনমাষ্টার। তিনি পাথরের খোরার মত কালো টুপী মাথায় দিয়ে ছুটে গিয়ে লাইনের ওপর দাঁড়ালেন; তারপর গাড়ীখানার সামনে খুব জোর তিন চারটে ফুঁ দিতেই গাড়ী থেমে গেল।

মুকুল বললে—"এ দেশের সবই অদ্ভুত—"

কেয়া বললে—"দাদা, ঐ দেখ্—"

মুকুল দেখলে—একজন সাহেবের পিছনে চারটে বাঘ। বাঘ চারটের গলায় শিকল। তাদের মুখ কুকুরের মত; গায়ে ইংরেজী অক্ষরে লেখা—"মেড্ ইন্ জাপান।" তারপর এল উট, ছাগল, হরিণ, গরু চিতাবাঘ, ভাল্লুক, গাধা, সকলের শেষে খেঁকশিয়াল। সবগুলো প্ল্যাটফর্ম্মের ওপর দিয়ে খট্ খট্ শব্দে যেতে লাগল। সকলের পায়েই গরুর মত খুর।

এই সব জন্তু দেখবার জন্যে প্ল্যাটফরমে সে কি পুতুলের ভীড়! পুতুলগুলো সব খাস কৃষ্ণনগরের তৈরী। তাদের পিঠে লেখা—"শ্রীবক্কেশ্বর পাল।"

জন্তুগুলো সার্কাস পার্টির। মাটির পুতুলরা বলাবলি করছে- "সার্কাস হবে ; ষ্টেশনের বাইরে মাঠে সার্কাস হবে। চল সব—"বলেই তারা ভুড়্ ভুড়্ করে ছুট্‌ল।

মুকুল ও কেয়াও তাদের পিছন পিছন গেল।

৬

আমাদের দেশে যেমন যাত্রা, থিয়েটার, বায়স্কোপ ও কীর্ত্তন হয়, পুতুলপুরীতে তেমনি হয় সার্কাস। সার্কাসেই রাত কেটে যায়। তবে পুতুলদের দিনরাত্রি আমাদের দিনরাত্রির চেয়ে কুড়িঘণ্টা ছোট।

ষ্টেশনের বাইরে মস্ত মাঠ। বিনা তাঁবু ও বিনা আলোতেই সার্কাস সুরু হল। অবশ্য সার্কাস হবার আগে সার্কাসের মালিক সেই সাহেব পিচকারী করে সকলের ওপর কেঁচোর রস ছিটিয়ে দিলেন। তাইতে চারধারে আলো জ্বলে উঠল।

সার্কাসের প্রথম খেলা—সব জন্তুগুলোর এক সঙ্গে ডাক। তারপরের খেলা—বাঘ, ছাগল, গরু, হরিণ, চিতাবাঘ, ভাল্লুক ও খেঁকশিয়ালের গলাগলি করে দাঁড়ান ও সকলকে পা তুলে সেলাম করা। তারপর সুরু হল গাধার খেলা। গাধা খেলা দেখাবে ? এ এক আশ্চর্য্য

ব্যাপার! তার আগে মালিক সাহেব চাবুক হাতে সকলকে বাংলা ভাষায় বললে—"পৃথিবীর অশ্বগণ গাটা হইয়া গিয়াছে। টজ্জন্য আমি ডুঃখিট্। শিক্ষারগুণে গাটাই স্নণ্ডর খেলা ডেখাইবে।"

বল্‌তে বল্‌তে ওধার থেকে একটা গাধা এল; তার পিঠে একটা পুতুল। আর, গাধার পিছনে তার বাচ্চাটি। তারা মাঠময় ছুটে বেড়াতে লাগ্‌ল। সাহেব চাবুক মারে, গাধা পিছনের পা দুটো ছোঁড়ে। সেই সময় তার পিঠের লোকটি পড়ে যাবার মত হল।

এর মধ্যে মজার কি আছে মুকুলরা বুঝ্‌তে পারলে না। কিন্তু অন্য পুতুলগুলোর তাই দেখেই আনন্দ।

পুতুলটা বারবার পড়ে যায় দেখে সাহেব তাকে এক ধমক দিয়ে বল্‌লে—"নাম।"

পুতুলটা গাধার গলা ধরে নেমে পড়ল।

সাহেব তাকে বল্‌লে—"টুমি গাটায় চড়িটে পার না, কিণ্টু গাটা তোমার পিঠে চড়িটে পারে। মনে কর টুমি গাটা—"

পুতুলটা তৎক্ষণাৎ গাধা হল। তারপর সাহেব চাবুকের একটা শব্দ করতেই গাধাটা তার পিঠের ওপর

ঘোড়সোয়ারের মত বসে "ঘ্যাঁতো ঘ্যাঁতো" বলে হাঁক ছাড়লে ; ভাব যেন "এই চলো—"

গাধাটা তার পিঠের ওপর বসে "ঘ্যাঁতো ঘ্যাঁতে" বলে হাঁক ছাড়লে

পুতুলটা গাধাকে পিঠে নিয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে বাইরে চলে গেল। তার পিছন পিছন চল্‌ল গাধার বাচ্চাটা। দর্শকদের আনন্দ ধরে না ; মুকুলরাও হাসছে।

আগেই বলেছি, পুতুলদের দিনরাত্রি খুব ছোট। দেখ্‌তে দেখ্‌তে কাক ডেকে উঠ্‌ল, চারধার ফর্সা হয়ে গেল। তারপর আবার উঠ্‌ল সূর্য্য।

মুকুল ও কেয়া দেখ্‌লে তারা এখনও বাড়ী ছাড়া। ডলও পাওয়া যায় নি। তাদের মন বড় খারাপ হয়ে গেল।

দুজনে হাত ধরাধরি কার চলেছে। কিছুদূর গিয়ে শহরের দক্ষিণে নদীর ধারে এসে হাজির। নদীতে ষ্টীমার, জাহাজ, নৌকো যাওয়া-আসা করছিল। এক জায়গায় একটা ছোট পোল দেখা যাচ্ছে। পোলের ওপর দিয়ে পাল পাল পুতুল যাচ্চে আসছে।

মুকুল নদীর মধ্যে হাত ডুবিয়ে দিতেই স্রোত বন্ধ হয়ে ওধার থেকে নদী ছাপিয়ে গেল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে দুই তীরে ভীষণ বন্যা সুরু হল। পুতুলদের বাড়ী-ঘর ভেসে যাচ্ছে। এধারে জল না পেয়ে জাহাজ, ষ্টীমার, নৌকো কাদায় আট্‌কে গেল। মাছগুলো জলের অভাবে খাবি খাচ্চে। বেশীর ভাগ মাছই রুই আর বাগ্‌দা চিংড়ী। জলে-ডাঙায় চারধারে কান্নাকাটি।

কি করে আবার নদীতে স্রোত বইবে, বন্যার জল কমে যাবে, পুতুলদের মহা ভাবনা। তীরে চশমা

চোখে, পরিষ্কার পোষাক পরা, মোটা-সোটা বুদ্ধিমান পুতুলরা এল। কিসে যে জল আটকাল কেউ ভেবে পায় না। শেষকালে ঠিক হল চালাও কামান।

পুতুলপুরীর কাজে একটুও দেরী হয় না। সঙ্গে সঙ্গে একশটা কামান এল। উড়ে ও মাদ্রাজী গোলন্দাজরা কোমর ও ঝুঁটি বেঁধে মুকুলের হাত লক্ষ্য করে কামান দাগ্‌তে লাগ্‌ল। সরষের মত গোলাগুলো ছুটে গিয়ে মুকুলের হাতে লাগে; তাতে তার শুড়শুড়ি বোধ হয়। সে হেসে ওঠে। এমনি করে সব গোলা ফুরিয়ে গেল। যে বন্যা সেই বন্যাই রয়ে গেল।

গোলন্দাজরাও আর পারে না; তারা ক্লান্ত হয়ে পান-গুণ্ডী খাচ্চে, আস্ত তামাকগাছের কড়া চুরুট টান্‌ছে। বুদ্ধিমানরা একপেট খেয়ে আবার পরামর্শে বস্‌ল—কি করা যায়?

শেষে ঠিক হল, ওঠো ওর ওপর। উঠে করাত, কুড়ুল, দা দিয়ে কাট।

মুকুল এই সময় আঙুলগুলো একটু একটু নাড়ছে। এই দেখে কোন পুতুলেরই উঠ্‌তে সাহস হয় না। যদি পড়ে যায় বা পেটে খোঁচা লাগে!

ব্যাপার দেখে বুদ্ধিমানরা বল্‌লে—যে না উঠবে

তাকে একফোঁটা রেড়ীর তেল খেতে হবে। খাবার পর তাকে একবারও ছুটি দেওয়া হবে না।

পুতুলরা রেড়ীর তেলকে খুব ভয় করে। খেলে আর রক্ষে নেই। অগত্যা সকলে ভয়ে ভয়ে এগোতে লাগল। উড়ে-পুতুল মাদ্রাজী-পুতুলকে বলে—'তু যা'—

মাদ্রাজী পুতুল দুদিকেই ঘাড় নাড়ছে। শেষে সকলে হুড়োহুড়ি করতে করতে আঙুল বেয়ে হাতের ওপর উঠেই করাত, কুড়ুল ও দা চালাতে লাগল।

এবার আর মুকুলের চালাকী চল্‌ল না; অস্ত্রগুলো যত ছোটই হোক্ না তার হাতে পিনের মত বিঁধতে লাগ্‌ল। সে বল্‌লে—"দাঁড়া, তোদের দেখাচ্ছি মজা।" বলে বাঁ হাত দিয়ে নদীর স্রোত আট্‌কে ডান হাত-খানা তুলে ঝাড়্‌লে। তাতে হাতের ওপর যে পুতুল-গুলো ছিল সেগুলো দূরে গিয়ে পড়ল। পুতুলগুলো মাটির; পড়েই ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

সকলের চোখের সমনে এমন কাণ্ড ঘট্‌তে দেখে বুদ্ধিমান্ বা বোকা কারো মুখেই কথা ফুটল না; সকলেই হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

এমন সময় কেয়া বল্‌লে—"দাদা, ঐ দেখ ডলটা পোলের ওপর দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

তুই নদীটার ওপার দিয়ে যা, আমি এপার দিয়ে ছুট্‌ছি—” বলেই সে পোলের দিকে ছুটল। মুকুলও নদী পার হয়ে সেইদিকে ছুটেছে। এবার আর ডলটার পালাবার পথ নেই। নিশ্চয়ই তাদের হাতে ধরা পড়বে।

কিন্তু তারা দুজনে ডলটার কাছে যেতে না যেতে দেখা গেল, একখানা এরোপ্লেন আস্‌ছে। প্লেন থেকে একখানা দড়ির মই ঝুল্‌ছিল। মইখানা ডলটার মাথার ওপর আস্‌তেই সে এক হাতে মই ধরে ঝুল্‌তে ঝুল্‌তে উড়ে চলে গেল সেই নদীর ওপার। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই আর তাকে দেখা গেল না।

এদিকে নদীতে আবার স্রোত বইছে, জাহাজ-ষ্টীমার চলছে, মাছগুলো আর খাবি খাচ্ছে না। বুদ্ধিমানের দলের তাতে মহাগর্ব্ব। তারা বল্‌ছে—“জয়, আমাদের বুদ্ধির জয়—”

মুকুল বা কেয়া কেউই সেদিকে কান দিলে না; কেননা আসল ব্যাপারটা যে কি তা তারা জানে। তারা নদীর ধার ধরে চল্‌তে লাগ্‌ল।

চল্‌তে চল্‌তে এক জায়গায় এসে দেখে হাজার হাজার পুতুল যুদ্ধ করতে চলেছে। বন্দুকধারী, বর্শাধারী, তলোয়ারধারী, ডাণ্ডাধারী পুতুল-সৈন্য জয়ঢাকের বাজনার

তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে, আর, মুখে বল্‌ছে' '—বাঁ-ডান ; বাঁ-ডান ; বাঁ-ডান—' এরা সব পদাতিক। এদের পিছনে আস্‌ছিল অশ্বারোহী ; তার পিছনে ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ী, কামান, কলের বন্দুক, বোমা, গুলী-বারুদ, রসদ-পত্র, উট, গাধা, কুকুর ভেড়া, অশ্বতর ও আরও কত কি। নীচে এই কাণ্ড। আকাশে মশার ঝাঁকের মত এরোপ্লেন। তাদের পাখার পোঁ পোঁ শব্দে বড় অসোয়াস্তি বোধ হতে লাগ্‌ল। প্লেনগুলোতে মারাত্মক বোমা, বিষাক্ত গ্যাস ও নৃশংস সৈনিকরা ছিল।

সৈন্যরা চলেছে—শহর ছাড়িয়ে, মাঠ পেরিয়ে, গ্রামের মধ্য দিয়ে, নদীর তীর ধরে। তারা যায় আর এক এক জায়গায় খাল কাটে। তবুও শত্রুর দেখা নেই। এক জায়গায় গিয়ে হঠাৎ সমুখের কতকগুলো পুতুল মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে গেল।

আর সকলে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌ল—ঐ যে শত্রু! মুকুলরা দেখ্‌লে, একখানা মাঠে ; তার ওধারে হাজার হাজার পুতুল লম্বা খালের ভেতর থেকে উঁকি মারছে। তাদের সামনে সাংঘাতিক অস্ত্র—পিপুলটির বন্দুক পাতা। তাই থেকে ভয়ঙ্কর গোলা ফট্ ফট্ শব্দে বেরিয়ে আস্‌ছে।

সে গোলা যার গায়ে লাগ্‌ছে সে আর ওঠে না। সঙ্গে সঙ্গে কাৎ।

এদিকে এরাও তাড়াতাড়ি খাল কেটে তার মধ্যে লুকিয়ে শত্রুদের ওপর সরষে, শিয়ালকাঁটার বীচি, দোপাটীর ফল ছুঁড়তে লাগ্‌ল। দুপক্ষেরই মাথার ওপর এরোপ্লেন পোঁ পোঁ করছে, বোমা ফেলছে। ভয়ানক যুদ্ধ!

কিন্তু কি জন্যে যে এমন কাণ্ড হচ্ছে, মুকুলরা বুঝতেই পারে না।

ওপক্ষের পুতুলরা এক একবার তেড়ে আসে এরা পালায়। আবার এ পক্ষের পুতুল তাড়া করে, ওরা খালের মধ্যে লুকিয়ে পিপুলটির বন্দুক চালায়। শেষকালে দেখা গেল, ওদেরই যেন জয় হবে। পিপুলটির বন্দুকের সামনে এরা দাঁড়াতেই পারে না।

এপক্ষের বুদ্ধিমানরা বল্‌লে—"যদি যুদ্ধে জিত্‌তে চাও পিপুলটির বন্দুক তৈরী কর—"

সকলেরই সেই মত। এক হাজার পুতুল ছুট্‌ল বাঁশবনে বন্দুক তৈরী করবার জন্যে মোটা কঞ্চি কাট্‌তে; হাজার দুই পুতুল ছুট্‌ল পিপুলটি বনের দিকে গুলীর জোগাড়ে, আর, হাজার খানেক পুতুল ঠেলা দেবার কাঠি তৈরী করতে বসে গেল। বেশী সময় লাগ্‌ল না। বন্দুক

তৈরী হল। পিপুলটি বন থেকে তার গুলি এল রাশি রাশি।

"এবার এস তোমরা—"

এপক্ষও পিপুলটির বন্দুক চালাল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে দুধারে দুটো বড় শ্মশান তৈরী হয়ে গেল। যে দিকে তাকাও কেবল হাত-পা ভাঙা বা মুণ্ডহীন পুতুল। দু পক্ষেই বড় বড় বীর আছে। দু পক্ষেই সাহসী ও বুদ্ধিমানের অভাব নেই। সেই জন্যে যুদ্ধটা শীঘ্রই ঘোর হয়ে উঠ্‌ল। কেউ আর খাল থেকে বেরোয় না। যদি কেউ মাথা তোলে অমনি ফট্ করে পিপুলটির গুলী গিয়ে লাগে তার মাথায়। তারপরই ডাক শোনা যায় "খাটিয়া-ওয়ালা।"

তারা দু' ভাই বোন-যুদ্ধক্ষেত্র থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ দুজনের পায়ে দুটো পিপুলটির গুলী এসে লাগ্‌ল—ফট, ফট!

এতে পুতুল সৈন্যদের দোষ নেই। বন্দুক ফস্‌কে গুলী দুটো বিপথে গিয়ে পড়েছে। কিন্তু সে কথা কে বোঝে? মুকুলের বেজায় রাগ হল। সে দুপক্ষের সৈন্যদের ওপরই চড়াও হয়ে তাদের অস্ত্র-শস্ত্র কেড়ে

নিতে লাগ্‌ল। সৈন্যরাও তাকে সহজে ছাড়লে না। মারবার জন্যে দুপক্ষের সৈন্যরাই ছুটে এল।

মুকুল ও কেয়া দেখলে তাদের চারধারে হাজার হাজার পুতুল নড়া-চড়া করছে। তাদের যেন শেষ নেই। পুতুলগুলো তাদের দুজনের পায়ের ওপর নানা রকম অস্ত্র চালাতে লাগ্‌ল। এরোপ্লেনগুলো এসে তাদের হাঁটুতে গুঁতো মারতে আরম্ভ করলে। মুকুলরা অস্থির হয়ে উঠল। তারা দু'ভাই-বোনে ছুটে পালাতে গেল। কিন্তু পালাবে কোথায়? তারা পুতুল-সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে পড়েছে।

দু ভাই-বোনে পুতুলদের হাতে বন্দী হ'ল।

৭

ক্ষুদে পিঁপড়ে যেমন তাদের চেয়ে সহস্রগুণে বড় পোকাকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যায়, পুতুলরাও তেমনি তাদের দু ভাই-বোনকে টেনে নিয়ে চল্‌ল। তবে গর্ত্তে নয় শহরে।

তাদের দু'দলে মধ্যে ভাব হয়ে গেছে। এ দলের একজন কবি সৈনিক গান বাঁধলে—

এতত বড় হাঁ (ওদের)
মস্ত মোটা পা

পেটটা দেখ জ্বালার মত
আঁকড়ে পারে না—

তার গান শেষ হতেই হাজার হাজার সৈন্য চীৎকার করে গাইতে লাগল—"বাঁ-ডান, বাঁ-ডান, বাঁ-বাঁ-বাঁ— ।"

তারপর ও দলের একজন কবি ধরলে—

চিংড়ী থেকো
ভেংচী কাটে
আমরা জানি তা
সাত শ পুতুল কাম্‌ড়ে দিলে
হতেই হবে ঘা—

আর সকলে—

আরে "ডান-বাঁ, ডান-বাঁ, বাঁ-বাঁ-বাঁ—"

গানের সঙ্গে সঙ্গে কাড়া-নাকাড়া বাজতে লাগ্‌ল। শব্দে আকাশ ফাটে ফাটে।

কেয়া চোখের জল আর রাখতে পারলে না; মুকুলেরও মুখ শুকিয়ে শুঁটকী মাছের মত হয়ে গেল। শেষে পুতুলের দেশে এসে অপমান? সে পা ছুঁড়তে লাগ্‌ল; কিন্তু পুতুলগুলো তাদের পায়ে এটেল পোকার মত, জোঁকের মত, ডেয়ো পিঁপড়ের মত কাম্‌ড়ে আটকে

আছে। দেখে মনে হচ্চে; আর দাঁড়ান যাবে না। যদি কখন সে দেশে ফেরে এক পা পুতুল নিয়ে তাকে ফিরতে হবে।

এদিকে ছোটবড় পুতুলগুলো ক্রমে পা থেকে হাঁটুতে, হাঁটু থেকে পিঠে, পিঠ থেকে কাঁধে ও মাথায় উঠতে লাগ্‌ল। তাদের ভারে মুকুলরা নুয়ে পড়ল। এমন পুতুল তারা দু ভাই-বোন কখন দেখেও নি। কোন্ দেশের পুতুল এরা?

যারা তাদের পিঠে উঠেছিল, তাদের মধ্যে কতকগুলো খোট্টা পুতুল ছিল। চেহারা দেখে মনে হয়, তাদের বুদ্ধিটা খুবই কম, কিন্তু মনে বেশ স্ফূর্ত্তি আছে। আগে তারা গরুর গাড়ী চালাত, শিল নোড়া কুটত, আর, মোট বয়ে বেড়াত। সৈন্যদলে ভর্ত্তি হয়ে এখন তাদের পায় কে?

তারা হাতের বন্দুক কলমের মত কানে গুঁজে, পিঠের কিট ব্যাগ থেকে করতাল বার করে এক সঙ্গে বাজাতে আরম্ভ করলে—

খচ খচ খচা খচ
খচ খচ খচা খচ

আর, বাজনার সঙ্গে তাদের খোট্টাই গলায় মহা

উৎসাহে বোম্বাই গান ধরলে। মুকুলরা তার একটা কথাও বুঝতে পারলে না। তারা খোট্টাগুলোকে পিঠ থেকে ফেলবার নানা চেষ্টা করতে লাগ্‌ল। কিন্তু যারা পা থেকে মাথায় ওঠে তাদের নামিয়ে দেওয়া সহজ নয়।

কেয়া তখনও কাঁদ্‌ছে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। মুকুল তাকে কি বলে যে সান্ত্বনা দেবে, বুঝ্‌তেই পারে না; রাগে দুঃখে তারও গলার ভেতর কি যেন পুট্‌লি পাকিয়ে উঠ্‌ছে। এতক্ষণে আরও হাজারখানেক পুতুল, তাদের গায়ে উঠে হাত বয়ে নামছে। মুকুল ও কেয়া মাটিতে পড়ে পড়ে এমন সময় তারা দেখলে—সেই মাঠের শেষে তাদের ডল আস্‌ছে। তার মুখ গম্ভীর; তলোয়ারখানা কাঁধের ওপর।

তাকে দেখে ক্ষুদে দেশী পুতুলগুলো ভয়ে কাঠ। বিলাতী পুতুলগুলোও কেমন যেন ভয় পেয়েছে।

পুতুলগুলো যেদিকে যাচ্ছিল, ডলটা এসে পা ফাঁক করে তলোয়ার ও হাত দিয়ে পথ আগ্‌লে দাঁড়াল। এদের মধ্যে যারা বীর ছিল, তারা বল্‌লে—"তুমিও পুতুল, আমরাও পুতুল। তবে কেন ঝগড়া ?"

"ওদের ছেড়ে দাও—"

"ওরা কে? ওদের আমরা ছাড়ব না—"

"না ছাড়, মরবার জন্য প্রস্তুত হও—"

তারাও কাঁধের বন্দুক নামাতে নামাতে ও খাপে ঢাকা তলোয়ার খুল্‌তে খুল্‌তে বল্‌লে—"পুতুল কখন মরতে ভয় পায় না। এটা মনে রেখ বেশীর ভাগ পুতুলই মরে; দু' চারটে অনেক দিন পর্য্যন্ত বেঁচে থাকে। চলে এস, দেখা যাক্।"

"বটে" বলেই ডল সাঁই সাঁই করে তলোয়ার চালাতে লাগ্‌ল। এরাও পিপুলটি-গাদা বন্দুক চালাচ্ছে। কিন্তু গুলীগুলো সব ডলের পায়ের নীচ দিয়ে, কানের পাশ দিয়ে চলে যেতে লাগ্‌লো। যেগুলো তার গায়ে লাগে সেগুলো সোঁ করে আবার ফিরে এসে এপক্ষেরই দু'চারজনকে ঘায়েল করে।

ব্যাপার দেখে মুকুল ও কেয়ার মনে আশা হল। তারা গায়ে যত জোর ছিল সব দিয়ে হাত-পা ছুঁড়তে লাগ্‌ল। পুতুলগুলোও লড়াই দেখে ভয় পেয়ে একটু ঢিল দিয়েছিল। এবার আর সামলাতে পারলে না। গা থেকে চারধারে ছিট্‌কে পড়তে লাগ্‌ল।

পুতুলরা দেখলে—মহা বিপদ। ওদিকে ঘরের শত্রু, এদিকে বাইরের শত্রু। এ দুইয়ের মাঝে পড়ে তারা

মারা যায় আর কি। এখন সব চেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ, সন্ধি করা। তারা ছোট ছোট সাদা ব্যাঙের ছাতা তুলে ধরলে। পুঁ-পিঁ-পুঁ শব্দের বাঁশী বেজে উঠ্‌ল।

অমনি সব চুপ্ চাপ্। যে পুতুলগুলো মুকুলদের পায়ের ওপর উঠেছিল, তারা ঝুপঝাপ্ কোরে নেমে দিলে দৌড়। খোট্টাগুলো করতাল তোলবারও সময় পেলে না। গলায় ঝুলিয়ে দৌড়তে দৌড়তে বল্‌তে লাগ্‌ল—"আরে ভাগো ভাগো—"

মুকুলরা অবাক হয়ে গেল।

কেয়া বল্‌লে—"দাদা, আমার ডলটা কি রকম ভাল দেখ্।"

মুকুল বল্‌লে—"আমার তলোয়ারে কি রকম ধার দেখেছিস্? চল্, এবার ডলটাকে ধরি—"

ডলটা তাদের কথা শুনে মুচকী হাস্‌লে। তারপরে ঘাড় নেড়ে ইসারায় বল্‌লে—এস।

ইতিমধ্যে ক্ষুদে পুতুলগুলো সার বেঁধে চল্‌তে সুরু করেছে। তাদের মুখে সেই গান—

চিংড়ী খেকো
ভেংচী কাটে
আমরা জানি তা

সাত শ' পুতুল কামড়ে দিলে হতেই হবে ঘা—

তারা ব্যাঙের ছাতা উড়িয়ে, কাড়া-নাকাড়া ও করতাল বাজিয়ে মাঠের ওপর দিয়ে পিঁপড়ের সারির মত চলেছে। ডলটা চলেছে তাদের বিপরীত দিকে। মুকুলরা ছুটেছে তার পিছনে।

ডলটা ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছে, পুতুলগুলোকেও আর দেখা যায় না; কিন্তু তাদের গানের অস্পষ্ট সুর ও কথাগুলো দূর থেকে ভেসে আসছে—"সাত শ পুতুল কামড়ে দিলে হতেই হবে ঘা—"

৮

মাঠের শেষে একখানা বাগান ছিল ফলের। বাগানের গাছে গাছে ফল-মূল ধরে আছে—কমলালেবু, তাল, বেল, আম, জাম, শসা, কলা, শাঁকআলু, লিচু, ফুটি, তরমুজ আরও কত কি।

কিন্তু একটা বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার তারা দেখলে—লিচু, জাম ও বেলগাছ লতিয়ে চলেছে; তালগাছগুলো বেগুন গাছের চেয়ে বড় হবে না; আর শসা, তরমুজ, ফুটি ও শাঁকআলুর গাছগুলো তেঁতুলগাছের মত বড়। আম সেখানে শাঁক আলুর মত মাটির নীচে হয়। একটা জায়গায় খুব ছোট ছোট গাছের জঙ্গল ছিল। জঙ্গলে

ঢুকে কারা যেন পাড়ছিল—মুকুল ও কেয়া দেখ্‌লে সন্ন্যাসীরা।

মুকুল ও কেয়া দেখ্‌ল সন্ন্যাসীরা

সন্ন্যাসীরা কেবল ভগবানের নাম করে, আর, ক্ষিদে পেলে ফলমূল খায়। এখন তাদের ক্ষিদে পেয়েছিল।

ফলগুলো কি দেখবার জন্যে মুকুল সরে গেল। সে

প্রথমে মনে করেছিল, কোন সুমিষ্ট ফল। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখে, আমড়া। আমড়া গাছে শিমুল গাছের মত বড় বড় কাঁটা। এক একটা সন্ন্যাসী গাছের গুঁড়ির সঙ্গে গা ঘষে পিঠ চুলকচ্ছে। সন্ন্যাসী বলেই তার কিছু হচ্ছে না; সাধারণ পুতুল হলে এতক্ষণ গা দিয়ে রক্ত বেরিয়ে যেত।

বাগানের ওধারে ঝিঙ্গে, পটল ও বেগুনের বাগান। উঁচু ডালে ডালে সেগুলো ধরে বাতাসে দুল্‌ছে। কয়েকটা গরু ও ছাগল বাগানের মধ্যে ঢুকে ফলগুলো খাবার জন্যে গুঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠবার চেষ্টা করছে। ছাগলগুলো আরও শয়তান; তারা গাছের গোড়া কামড়ে গাছ-গুলোকে মাটিতে ফেলবার চেষ্টা করছে।

ওধার থেকে ক্ষেতের মালিক লাঠি হাতে তেড়ে এল। লাঠির চোটে গরু পালাল, কিন্তু ছাগল পালাল না। তারা শিঙ নীচু করে সদর্পে তেড়ে গেল। শেষকালে অবশ্য লাঠির চোটে "ম্যা ম্যা" করতে করতে তাদের পালাতেই হল।

ওদিকে এক সার পাহাড় দেখা যাচ্ছিল; সেগুলোর গায়ে বন জঙ্গল। মুকুলরা দেখ্‌লে, কেয়ার ডলটা একটা পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

তারা সেই দিকে ছুট্‌ল। কিন্তু পাহাড়ের ধারে গিয়ে ডলটাকে আর দেখ্‌তে পেল না। ডলটা ওধারে নেমে উঁচুনীচু মাঠ ভেঙে ছুট্‌তে লাগল। মুকুলরাও পাহাড় ডিঙিয়ে তার পিছনে ধাওয়া করলে।

কিছুদূর গিয়ে দেখ্‌লে গোটা পাঁচেক লাল রঙের বাঁদর পাঁচটা পুতুলের গলায় লেজ জড়িয়ে তাদের হিড়্‌ হিড়্‌ করে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে চলেছে। জায়গাটা একটা রাস্তা ; রাস্তায় পাঁচখানা কালো বেরালের গাড়ী দাঁড়িয়ে ছিল। প্রত্যেক গাড়ীতে একটা করে কাঠের খাঁচা।

তারা পুতুলগুলোকে নিয়ে খাঁচায় পুরে খাঁচার দরজা বন্ধ করে দিলে। তারপর তাদের এক মুঠো করে উচ্ছে খেতে দিলে। বোধ হয় পুতুলগুলোর খুব ক্ষিদে পেয়ে ছিল। তারা তাই উচ্ছেগুলো কচ্‌মচ্‌ শব্দে চিবিয়ে খেতে লাগল। একটা পুতুল কয়েকটা উচ্ছে মুকুলদের দিকে ছুঁড়ে দিলে। উচ্ছেগুলো পড়েই ভেঙ্গে গেল। মুকুল হাতে নিয়ে দেখ্‌লে, মাটির।

যাই হোক্‌, বাদরগুলো খাঁচার ওপর উঠে বসে বেরালগুলোর লেজমলা দিতেই তারা উর্দ্ধশ্বাসে ছুট্‌ল। গাড়ীগুলো মুকুলদের পাশ দিয়ে পাহাড়গুলোর দিকে

যাচ্ছিল। তাদের পাশে আসতেই একটা পুতুল খাঁচার কাঠি গলিয়ে খপ্ করে মুকুলের পাঞ্জাবী চেপে ধরলে। ধরেই খুব সরু গলায় বল্‌লে—“কে তোমরা? যেই হও আমাদের বাঁচাও—”

কেয়ার ইচ্ছে হচ্ছিল, একটা বাঁদর-গাড়োয়ান ও বেরালের একখানা গাড়ী নিয়ে বাড়ী যায়। বল্‌লে—“দাদা, তোর কাপড়ে একখানা গাড়ী আটকে গেছে, তুলে নে।”

কিন্তু মুকুল গাড়ীখানা ধরবার আগেই বাঁদরটা লেজ দিয়ে পুতুলটার হাত টেনে নিয়ে বেরাল দুটোর পিঠে ছিপটি মার্‌লে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে গাড়ীখানা দূরে চলে গেল। এখন আর তাদের দেখা যায় না; কেবল পিছনে পাহাড়-পথের রাঙা ধূলো উড়ছে।

পাহাড়ের ধার বলে জায়গাটা খুব স্বাস্থ্যকর। ওদিকে অনেকগুলো বাড়ী দেখাচ্ছিল। পুতুলরা সব হাওয়া খেতে বেরিয়েছে। পুতুলগুলোর কতকগুলো রোগা, কতকগুলো মোটা; তাদের কারো সঙ্গে জাপানী, কারো সঙ্গে বিলাতী কুকুর। কোন কুকুরেরই কান নেই; তারা লেজ দিয়ে শোনে।

একটা কুকুর ছুটে এসে কেয়ার কাপড় চেপে ধরলে।

তার দেখাদেখি সেখানে যত কুকুর ছিল, সবগুলো ছুটে এসে তাদের দুজনের চারধারে ভীড় করে দাঁড়াল।

সব চেয়ে ভাল কুকুর যে ক'টা ছিল, মুকুল তাদের খপ্ করে তুলে পকেটে পূরল। অন্য কুকুগুলো পালাল না; তাদের দু-ভাই-বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে লেজ নাড়তে লাগ্‌ল। তারা কিন্তু তাদের নিলে না। স্বাস্থ্যনিবাসের মধ্য দিয়ে চল্‌তে লাগ্‌ল।

এদিকে কুকুরের মালিকদের মধ্যে মহা হৈ চৈ পড়ে গেছে। কয়েকটা খুকী-পুতুল ছিল; তাদের বাপ-মা খুব বড় লোক। তারা মোটরে চড়ে এক্সারসাইজ করে বেড়ায়; ক্ষিদে পেলে কচি কলার পাতা, মাটির সন্দেশ খায়। খুকীরা কাঁদতে আরম্ভ করলে।

এমন সময় দূর থেকে গান শোনা যেতে লাগ্‌ল।

হাতীর জাতভাই মশা তার
মাথায় লম্বা শুঁড়
খেজুর গাছের মাথায় উঠে
রাত্তিরে খায় গুড়—

গান শুনে পুতুলদের মুখের ভাব বদলে গেল। তাদের চোখ মুখ দেখে মনে হচ্ছে, যেন ঘুম পাচ্ছে। যে গান

গাইছিল, সে আরও কাছে সরে এসেছে। এবার বেশ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে ; সে গাইছে- ভাইরে—

গিরগিটিরা ঘরে থাকে
টিক্‌টিকিরাই বনে
(তারা) শিমুল গাছের ডালে বসে
কাপাস তূলো বনে—

গাইয়ে এবার সকলের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। মুকুল দেখ্‌লে বৈরাগী ; কিন্তু তার মুখে দাড়ী, মাথায় টিকি ও ফেজ, কপালে তিলক, গায়ে চাদর, পরণে হাফপ্যাণ্ট। গানের সঙ্গে সে জোড়া কাঠি বাজাচ্ছিল। আবার গাইলে—

ওই যে দেখ শালিক পাখী
ডিম পাড়ে রোজ জলে
ডাঙ্গায় উঠে মাছেরা তাই
খাবি খায় আর চলে—
ভাইরে খাবি খায় আর চলে—

বৈরাগী গানের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগ্‌ল।

পেট মোটা পুতুলগুলো ভাবের ঘোরে বল্‌তে লাগ্‌ল "আহা" "আহা" ; খুকী পুতুলগুলো কান্না ভুলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বুড়ো আঙ্গুল চুষছে। মুকুলের পকেটের কুকুর-

গুলো এতক্ষণ পকেটের ভেতর থেকে লেজ তুলে বৈরাগীর গান শুনছিল। বৈরাগীর নাচের আওয়াজ পেয়ে তারাও পকেটের ভেতর পিছনের দুপায়ের ওপর দাঁড়িয়ে সামনের দু পা কোমরে দিয়ে নাচতে সুরু করে দিলে।

কেয়া বল্‌লে—"দাদা ঘুম পাচ্ছে—"

মুকুল বল্‌লে—"কেতকী, আমি ত ক্ষিদেয় আর চোখে দেখ্‌তে পাচ্ছি না?"

কয়েকটা ননীর পুতুল চাকরের ঘাড়ে চড়ে বেড়াতে এসেছিল। ওধার দিয়ে খান দুই চিনির রথ যাচ্ছিল। মুকুল গোটা দুই ননীর পুতুল ও রথ দুখানা ছোঁ দিয়ে তুলে নিয়ে বল্‌লে—"কেয়া, নে খা। তোর ও ক্ষিদের ঘুম। এগুলো খেলেই সেরে যাবে—"

নিমেষে এত বড় কাণ্ড হয়ে গেল দেখে চারধারের পুতুলগুলো ক্ষেপে উঠ্‌ল। তাদের চোখের সামনে ননীর পুতুল চুরী! রথ যায় যাক্, ক্ষতি নেই; কিন্তু ননীর পুতুল যাবে কেন?

"চল সকলে ওদের পিছনে—"

দুজনে তাকিয়ে দেখ্‌লে তাদের পিছনে পিল্ পিল্ করে পুতুল ছুটেছে।

৯

পুতুলপুরীর দিন শেষ হয়ে আবার এল রাত—

এবার আর মুকুলরা শহরের পথ দিয়ে চল্‌ছে না। তাদের চারধারে মাঠ; তার ওপর অন্ধকার নেমেছে। মুকুলরা ফিরে দেখলে তাদের পিছনে কেউ নেই। পুতুলের দল ফিরে গেছে। তারা নিশ্চিন্ত মনে চল্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু কোন্ দিকে যাবে? ডলটা কোথায়? তাকে পেলে তলোয়াখানাও যে পাওয়া যাবে?

দুটো দিন ও একটা রাত কেটে গেছে, তারা ভাই-বোনে বাড়ী ছাড়া। আজকের রাতেও কি তারা পথে পথে ঘুরবে?

কেয়া বল্‌লে—"দাদা, আমার ঘুম যে কিছুতেই যাচ্ছে না। আমি মার কাছে যাব। ডল আমি চাই না—"

মুকুল কিছু বল্‌লে না, কেবল কেয়ার হাত ধরে অন্ধকার মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, কোথায় তাদের বাড়ী, কোন্ দিকে তাদের গাঁ, কোন্ পথে সেখানে যাওয়া যাবে, ভাবছে।

হঠাৎ মুকুলের পায়ে কি যেন শুড়শুড়ি দিলে। পোকা? পোকা হলে এই অন্ধকারে ত দেখা যাবে

না। সে চুপ্ করে দাঁড়িয়ে রইল। পুতুলের দেশের পাহাড়ের মাথায় তখন চাঁদ উঠ্‌ছিল। অন্ধকার একটু একটু করে সরে যাচ্ছে। আবার তার পায়ে শুড়শুড়ি লাগ্‌ল। সে চট্ করে পা তুলেই দেখ্‌লে—কেয়ার ডল।

ডলটাও তৎক্ষণাৎ হাস্‌তে হাস্‌তে দূরে সরে গেল। এবার সে তলোয়ার দিয়ে দেখিয়ে দিলে—ঐদিকে। তারপরই সেদিক পানে ছুট্‌ল।

মুকুল বল্‌লে—"কেয়া চল্ চল্—"

কেয়া বল্‌লে—"না, দাদা, আর চল্‌তে পারছি না। বড় ঘুম পাচ্ছে—" বলে সে বসে পড়ল।

মুকুলও তার পাশে বস্‌ল। কোনধারে সাড়াশব্দ নেই। নগরে, গাঁয়ে পুতুলরা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তারা দুজনেও ঘুমিয়ে পড়ল।

তারপর যখন ঘুম ভাঙল দেখে তাদের মাথার কাছে ডলটা তলোয়ার ঘাড়ে গম্ভীর মুখে পায়চারী করছে। মাঠের ওপর এক ঝাঁক পায়রা বসেছিল। তারা মাঝে মাঝে ময়ূরের মত পেখম ধরছে। তাদের ঠোঁটগুলো হাঁসের মত চেপ্টা। মুকুলদের চোখ মেল্‌তে দেখে পায়রাগুলো একসঙ্গে ঝাঁক বেঁধে আকাশে উড়ল।

তারা দুভাই উঠে দেখে বেলা হয়েছে। কতকগুলো পুতুল লাঙ্গলকাঁধে গরু তাড়িয়ে সেইদিকে আস্‌ছিল। তারা মুকুলদের দেখেই থম্‌কে দাঁড়াল। একজন ফিস্‌ ফিস্‌ করে বল্‌লে—"এরা সেই ননীর পুতুল চোর—"

আর একজন বল্‌লে—"ধর ধর্‌—শহরে খবর দে—"

তখন একজন ছুট্‌ল শহরে খবর দিতে। বাকী যারা ছিল তারা তাদের সামনে এসে লাঙ্গলগুলো আড় করে রাখলে। তারপর গরুগুলোকে তাদের সামনে ছেড়ে দিলে। চাষা-পুতুলের বুদ্ধি কিনা ? ভাব্‌লে ওরা বুঝি পালাতে পরবে না।

মুকুলরা তাদের লক্ষ্য করে নি। তাদের লক্ষ্য ছিল, ডলের ওপর। ডলটা মাঠের ধার দিয়ে ছুটে চলেছে। মুকুলরাও তার পিছনে ছুট্‌ল। ছুট্‌তে গিয়েই তাদের পায়ে লাঙ্গল ও গরুগুলো আট্‌কে গেল। তারা দুজনে সবগুলোকে হাতে তুলে নিলে।

মুকুলের মনে পড়ল, কাল কতকগুলো কুকুর পকেটে তুলে রেখেছে। সে হাত দিয়ে দেখ্‌লে সেগুলো নেই। তারা যখন ঘুমোচ্ছিল, তখন কুকুরগুলো পকেট থেকে বেরিয়ে গেছে। এবার আর এগুলোকে সে পকেটে

রাখলে না, কেয়ার আঁচলে বেঁধে দিলে। গরুগুলো বাঁধা পড়ে আঁচলের মধ্যেই ছুটোছুটি করতে লাগ্‌ল।

তারপর দু'জনে ছুট্‌ল।

মুকুল ছিল আগে। তার লক্ষ্য সামনে ডলের ওপর। পিছনে কেয়া কতদূরে সেদিকে তার খেয়ালই নেই। কিছুদূর গিয়ে সে একবার ফিরে দেখ্‌লে কেয়া কৈ? যতদূর দেখা যায় কেবল মাঠ ধু ধু করছে। আশে-পাশে সামনে কোন দিকেই এ মাঠের শেষ নেই। কোথায় এল সে? কেয়া গেল কোথায়? তার বেশ পরিষ্কার মনে আছে, সে যে মাঠের ওপর দিয়ে ছুট্‌ছিল, তার সমুখে এক সার গাছ দেখা যাচ্ছিল। সে যে ছুট্‌ছিল, এতে আর কোন ভুল নেই। এখনও সে হাঁফাচ্চে; পিপাসায় তার গলা শুকিয়ে কাঠ।

কেয়া? কেয়া কৈ? সে কেয়ার নাম ধরে খুব উঁচু গলায় ডাক্‌লে—"কে—য়া—"। মনে হল তার স্বর মাঠের ওপর দিয়ে চারিধারে গড়িয়ে চলেছে; সে বার কয়েক এদিক ওদিক তাকিয়ে যেদিক থেকে এসেছিল, আবার সেইদিকে ছুট্‌ল।

কতদূর যে এল তার ঠিক নেই। হঠাৎ দেখ্‌লে, তার সামনে একটা চীনেমাটির সাদা পাঁচীল। তার

ওধারে একটা শহর দেখা যাচ্ছে। সে পাঁচীল ডিঙিয়ে শহরে গিয়ে ঢুক্‌ল।

বড় বড় রাস্তা। রাস্তার ওপর কেবল চীনেমাটির পুতুল চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে। রাস্তার এক জায়গায় একপাল চীনেমাটির পুতুল সার বেঁধে বসে চীনেমাটির ভাঁড়ে চা খাচ্ছিল। তাদের এদিকে দু'খানা রিক্‌স দাঁড়িয়েছিল। রিক্‌সগুলোর বোমের সঙ্গে একজোড়া করে শিয়াল বাঁধা। শিয়ালগুলোও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চীনে-মাটির কাঁঠাল খাচ্ছিল। তারা কেউ মুকুলের দিকে ফিরেও তাকালে না।

মুকুলের মন ভার; মাঝে মাঝে খুবই কান্না আস্‌ছে, কেতকী নেই। কোথায় তাকে পাবে? এ যে একটা নতুন শহর। সেও পথ ভুলে গেছে? হয়ত কেতকীও চারধারে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে!

হঠাৎ তার মনে হল, আচ্ছা, সে বাড়ী ফিরে যায় নি ত? ডলটার সঙ্গে যাওয়াও সম্ভব। তার পিছনে ছুট্‌তে ছুট্‌তে সে বাড়ীতেই পৌঁছেছে। সেই কেবল দেশ-বিদেশে একা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু তাও কি সম্ভব? কেয়া নিশ্চয়ই হারিয়ে গেছে। কোথায় গেলে তাকে পাওয়া যাবে? সে

লক্ষ্যহীন হয়ে চীনেমাটির পুতুলদের শহরের রাস্তা ধরে চল্‌তে লাগ্‌ল। তবে চোখদুটো চারধারে ঘুরছে—যদি কোথায়ও তাকে পাওয়া যায়। তার তলোয়ারখানা হয়ত আর পাওয়া যাবে না; তা না যাক্। কেয়াকে খুঁজে বার করতেই হবে।

এক জায়গায় দেখ্‌লে, খুব হট্টগোল ও ভীড়। এগিয়ে গিয়ে দেখে একটা ষাঁড় ভয়ঙ্কর ক্ষেপে গেছে। রাগে সে নিজেরই লেজটা বারবার কামড়াচ্ছে, এক একবার চীনেমাটির সাদা কাদায় শুয়ে পড়ছে; কেউ তাকে তুল্‌তে পারছে না।

একটা চালাক পুতুল ছিল। সে একখানা লাঠির আগায় এক আটি ঘড় বেঁধে ওপর পানে তুলে ধরছে। ষাঁড়টা খড় খাবার জন্যে ধড়মড়িয়ে উঠে শূন্যে লাফ দিচ্ছে; কিন্তু ধরতে পারছে না। আবার রাগে নিজের লেজ কামড়াচ্ছে। কামড়ে কামড়ে লেজটা ক্ষত-বিক্ষত।

একজন বল্‌লে—"এখন এর উপায় কি করা যায়?"

চালাক পুতুলটা বল্‌লে—"ওরও উপায় আছে। একখানা ভারী পাথর ওর লেজে বেঁধে দাও। তাতে লেজটা নুয়ে থাক্‌বে—"

তাদের মধ্যে একজন ছিল বেজায় চালাক। সে

বল্‌লে—"পাথরের ভারে ষাঁড়টা আবার শুয়ে পড়বে ত ?"

চালাক পুতুল বল্‌লে—"তা কেন ? ওর শিঙ জোড়ায় দু আটি খড় বেঁধে রাখ। ষাঁড়টা খড় খাবার জন্যে উঠে দাঁড়াবেই অথচ খেতে পারবে না, কিন্তু খাবার চেষ্টা অনবরত করবে। তার ফলে আর শুতে পারবে না—"

"তা যেন হল। কিন্তু খেতে না পেলে কার না রাগ হয় ? অবার ষাঁড়টা ভয়ঙ্কর চটে উঠ্‌বে—"

"ওর ওষুধ আমার কাছে নেই। ষাঁড় হলেই রাগ থাক্‌বে। তা কেউ ঘোচাতে পারবে না—"

সকলে চালাক পুতুলটার কথামতই ষাঁড়টার শিঙে খড়, লেজে পাথর বাঁধতে আরম্ভ করলে। বেজায় চালাক পুতুলটা আর কিছু বল্‌লে না, দূরে দাঁড়িয়ে মুচকী মুচকী হাসতে লাগ্‌ল।

মুকুল সেখান থেকে আরও কিছুদূর গিয়ে দেখে, পাঠশালায় খোকা-পুতুলরা পড়ছে, খুকী-পুতুলরা বই-শ্লেট বগলে ইস্কুলে যাচ্ছে। তাদের মুখে হাসি ধরে না। মুকুলের বড় আশ্চর্য্য বোধ হল। চীনেমাটির পুতুলরা পড়তে ভয় পায় না !

কতকগুলো খোকা-পুতুল পাঠশালায় বসে শ্লেট-পেন্‌সিল চুষছিল, আর, কতকগুলো হাতগুটিয়ে বসেছিল! পণ্ডিতমশায় ধমক দিলেন—"এই তোমরা হাতগুটিয়ে বসে আছ যে? পেন্‌সিল চোষ—"

তারা ভয়ে পেন্‌সিল্ চুষতে আরম্ভ করলে।

মুকুলের সামনে দিয়ে যে খুকী-পুতুলরা যাচ্ছিল, তাদের একজনের হাত থেকে পথের ওপর বই-শ্লেট পড়ে গেল। মুকুল ছুটে গিয়ে বই-শ্লেট তুলে দেখে, বইখানাতে কেবল জল-ছবি, একটি অক্ষরও তাতে নেই। আর, শ্লেটখানা আমসত্ত্বর! একটা মেয়ে তার শ্লেট চাট্‌তে চাট্‌তে যাচ্ছিল।

বাঃ! এ ত বড় মজার দেশ! তবে ছেলেদের পেন্‌সিল্‌গুলো কিসের?

সে আস্তে আস্তে পাঠশালায় গিয়ে একটা ছেলেকে হাতে তুলে নিলে; তারপর তার পেন্‌সিল্‌টা জীভে ঠেকিয়ে দেখ্‌লে—চিনির।

ছেলেরা তার ভয়ে ছুটে পালাতে লাগ্‌ল; পণ্ডিত-মশায় সকলের আগেই ছুটে পালিয়েছিলেন।

মুকুল আর তাদের পিছনে পিছনে ছুট্‌ল না, রাস্তায় নেমে চল্‌তে লাগ্‌ল।

১০

ছোট পথ, শীঘ্রই ফুরিয়ে এল। শহরও শেষ হয়ে গেছে। মুকুল শহরের বাইরে গাঁয়ের মাঝ দিয়ে চলেছে।

একদল শিকারীর সঙ্গে তার দেখা হল। তাদের হাতে হাত-সূতো। তারা পাখী শিকার করতে চলেছে। মুকুলের সেদিকে খেয়াল নেই। সে খুঁজ্‌ছে তার বোন্ কেয়াকে।

শিকারীরা যাচ্ছিল যেদিকে মুকুলের পথটা সেই-দিকেই ঘুরে গেছে। গাঁখানা বেজায় জঙ্গলা। এক জায়গায় গিয়ে সে দেখ্‌লে, কতকগুলো পাখী। পাখীগুলোর গায়ের রঙ্ নীল, ডানা লাল, ঠোঁট কাল। তাদের চারটে পা, কপালে একটা মাত্র চোখ। তারা ট্যাড়স গাছের খুব উঁচু ডালে বসে গাছ্ থেকে ছিঁড়ে ধানি লঙ্কা খাচ্ছে।

শিকারীরা খুব চুপি চুপি গাছতলায় গিয়ে হাত-সূতো-গুলো পাখীদের গলা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিলে।

পাখীগুলোও তৎক্ষণাৎ গাছ থেকে নেমে মাঠের ওপর দিয়ে দিলে দৌড়। শিকারীরাও তাদের পিছনে

ছুট্‌তে লাগল। ছুট্‌তে ছুট্‌তে তারা লঙ্কা গাছগুলোর আড়ালে মিলিয়ে গেল। মুকুল আর দাঁড়াল না; পথ ধরে চল্‌তে লাগ্‌ল।

যে পথ ধরে সে চলছিল সেটা বনের দিকে ঘুরে গেছে। গাঁয়ের বাইরে বন। বনে শিয়ালকাঁটা, কালকাশুন্দী, ভাঁট, বনচাঁড়াল, কচু, ওল, দাঁতছোলা, ধুত্‌রো, টেপারী প্রভৃতি বড় বড় গাছ। গুবরেপোকা, উইচিংড়ী, ফড়িং, প্রজাপতি, কাঠপিপড়ে, কড়াপোকা, কেন্নো, কেঁচো, ঘুরঘুরেপোকা প্রভৃতি বড় বড় প্রাণী সে বনে বাসা বেঁধে আছে। কখনও কখনও দু'চারটে অতিকায় জন্তু যেমন কোলা ব্যাঙ্‌, মেঠো ইঁদুর, ঢোঁড়া সাপও বার হয়। পুতুলরা ভয়ে সেদিকে আসে না; কোন্ জন্তুর সাম্‌নে পড়ে যে প্রাণ হারায় তার ঠিক কি? তবে মাঝে মাঝে বড় বড় শিকারীরা সে বনে শিকার করতে আসে।

মুকুল দেখ্‌লে, একদল শিকারী বন থেকে শিকার করে বেরুচ্ছে। তাদের পোষাক সাহেবের মত। শিকারীরা সেলুলয়েডের ওয়েলার ঘোড়ায় চড়ে আস্‌ছিল। তাদের পিছনে একপাল কুলী। কুলীরা একটা প্রকাণ্ড

গুবরেপোকাকে বাঁশের সঙ্গে ঝুলিয়ে বেঁধেছে। পোকাটি তখনও একটু একটু পা ছুঁড়ছে।
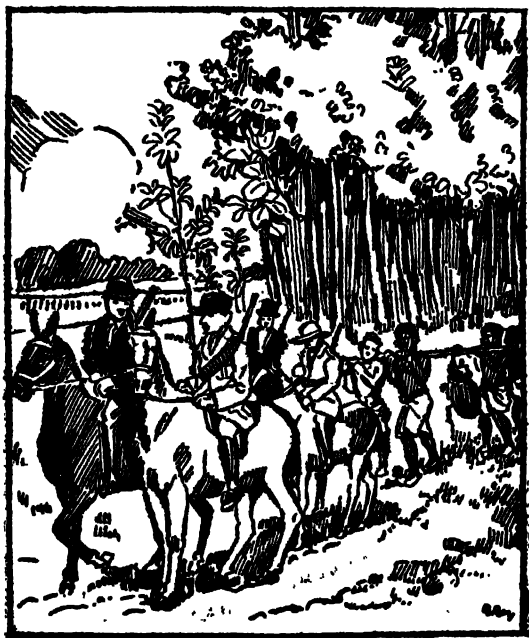
গুবরেপোকাকে বাঁশের সঙ্গে ঝুলিয়ে বেঁধেছে

কুলীরা বল্‌ছে—"আজ মস্ত ভোজ। গুবরেপোকা পোড়া খাব—"

শিকারীদের মুখেও আনন্দের চিহ্ন। তারা মাঝে মাঝে শিকারটার দিকে ফিরে ফিরে দেখ্‌ছে। তাদের একজন বল্‌লে—"ডানলা খাওয়া যাবে—"

আর একজন বল্‌লে—"ওর ঠ্যাংয়ের কাট্‌লেট হয় ভাল—"

আর একজন বল্‌লে—"আমি ওর মাথাটা নিয়ে ঘরে টাঙিয়ে রাখব—"

আর একজন বল্‌লে—"ডানা দুখানা আমার—"

প্রথম শিকারী বল্‌লে—"ওপরের না নীচের ?"

সে বল্‌লে—"ওপরের—"

"তবে নীচের দুখানা আমার। ওর উড়ুনী হয় চমৎকার—"

তারা কথাবার্ত্তা বল্‌তে বল্‌তে চলে গেল। মুকুলও বনে গিয়ে ঢুক্‌লো।

সে ক্রমাগত চলেছে, তবুও বনের শেষ দেখা যায় না। জায়গায় জায়গায় পাহাড়, নদী ও হ্রদ পড়ে। মুকুল সেগুলো ডিঙিয়ে যায়। তার চারধারে চোখ। কেয়া কোথায় গেল ? সে ত ক্রমে নতুন দেশে এসে পড়েছে। নতুন পুতুল, নতুন প্রাণী, নতুন দৃশ্য দেখ্‌ছে ; তবুও কেয়ার দেখা পাওয়া যায় না। কোথায় গেল সে ?

মুকুলের চোখ দুটো জলে ভরে উঠ্‌ল। সে ভাবলে আর এগোবে না, যে পথ দিয়ে এসেছে, সেই পথেই ফিরে যাবে। কিন্তু পাশের দিকে তাকিয়ে দেখে, খানিকটা ফাঁকা জায়গায় সারি সারি তাঁবু পড়েছে। কতকগুলো তাঁবুর রং কালো, কতকগুলোর হল্‌দে, কতকগুলোর সবুজ, কতকগুলোর নীল, কতকগুলোর সাদা। একটা তাঁবু ছিল সব চেয়ে বড়। তার রং গাঢ় নীল। তার মাথায় সাদা নিশান উড়ছে; নিশানে আঁকা একটা গাধা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মূলো খাচ্ছে।

তাঁবুগুলোর শেষে একসার সোলার হাতী বাঁধা ছিল। হাতীগুলো শুঁড় ও লেজ নাড়ছে। তাদের উল্টোদিকে প্রায় শ'দুই কাঠের ঘোড়া। সহিসরা ঘোড়াগুলোকে ডলাই-মলাই করছে। আর, সকলের শেষে হাজার-খানেক কুকুর—কোনটা রবারের, কোনটা চীনেমাটির, কোনটা সেলুলয়েডের, কোনটা বা কাঠের। এদেরও কান নেই; এরাও লেজ দিয়ে শোনে।

মুকুল সেদিকে এগিয়ে গেল।

সে দেখ্‌লে, বড় তাঁবুটার সামনে জন আষ্টেক সিপাই পাহারা দিচ্ছে। দূরে কতকগুলো পুতুল বসেছিল; তারা সব মাটির। তাদের চেহারা বিশ্রী। হাত পা সরু সরু;

গলা দিয়ে স্বর বার হচ্ছিল না। তারা খাবার চায়। ক্ষিদের জ্বালায় কয়েকটা খোকা-পুতুল কাঁদছিল।

একজন সিপাই তাদের গিয়ে বল্‌লে—"খবরদার!—এখানে কোন গোলমাল করো না, মহারাজ পুতুলরাজ শ্রীশ্রীশ্রী মহাবিক্রম ব্যাঘ্ররাজ ঘুমোচ্ছেন। তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত হবে—"

সিপাইটার মস্ত গোঁফ। তার গলার আওয়াজ শুনে, গোঁফ জোড়া ও গোল আলুর মত চোখ দেখে ছেলেরা তৎক্ষণাৎ কান্না গিলে ফেল্‌লে। রোগা পুতুলগুলো ভয়ে কাঁপতে লাগ্‌ল।

সিপাইটা আবার পাহারা দিতে লাগ্‌ল। অন্য তাঁবুগুলোর মধ্যেও রাজামশায়ের পাত্র-মিত্র-পুত্র-দৌহিত্র-সেনাপতি—হাতীপতি—ঘোড়াপতি—কুকুরপতি—রান্নাঘরপতি প্রভৃতি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল। তাদের কারো তাঁবুর সামনে ছটা, কারো সামনে চারটে, কারো সামনে দুটো, কারো সামনে একটা সিপাই পাহারা দিচ্ছে। আবার কোন তাঁবুর সামনে কেউ নেই, কেবল রাজামশায়ের প্রিয় খাদ্য রামছাগলগুলো লেজ নেড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মুকুলের মনে হল, ইনি তাহলে এদিককার পুতুলদের রাজা, বনে মৃগয়া করতে এসেছেন। আর, ঐ পুতুলগুলো

তাঁর কাছে দরবার করতে এসেছে। দেখা যাক্‌, ব্যাপারটা কি হয়? রাজাটা যদি ভাল দেখতে হয়, তাহলে কেয়ার জন্যে নিয়ে যাওয়া যাবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজার পাত্র-মিত্ররা সব কলরব করতে করতে জেগে উঠ্‌ল। তারপর রাজামশায়ও জাগ্‌লেন। লোকজন খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। মুকুল শুনল, রাজা মশায় খেয়েই শিকারে যাবেন। বাইরে একখানা ইট পড়েছিল, রাজা মশায় তার ওপর গিয়ে বস্‌লেন। তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল যত পাত্র-মিত্র সব। সেই রোগা পুতুলগুলোও তাঁর কাছে গুটি গুটি এগিয়ে আস্‌ছিল। সিপাইরা সঙ্গীন উঁচিয়ে বল্‌লে—"খবরদার—"

তারা ভয়ে ভয়ে ফিরে গিয়ে আবার বসে পড়ল।

ইতিমধ্যে রাজামাশায়ের মৃগয়া-যাত্রার সব বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। তাঁর জন্যে রামছাগল পোড়া এল। তিনি খেতে খেতে সেই রোগা পুতুলদের দেখ্‌তে পেলেন। জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"ওরা কে?"

একজন সেলাম ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে বল্‌লে—"ভিখারী—"

তারা কিন্তু সেখান থেকেই রাজামশায়ের মুখ নাড়া দেখে বুঝ্‌তে পারলে, তাদের বিষয়ই কথা হচ্ছে। তারা

চীৎকার করে বলতে লাগ্‌ল—"আমরা ভিখারী নই মহারাজ, আপনারই প্রজা। অনাহারে মারা যাচ্ছি। দয়া করুন—"

রাজা মশায় বল্‌লেন—"আচ্ছা, রামছাগলের শিঙ, লেজ ও হাড়গুলো ওদের খেতে দাও—"

পাত্র-মিত্র সকলে চীৎকার করে বলতে লাগ্‌ল—"জয় মহারাজ পুতুলরাজ শ্রীশ্রীশ্রী মহাবিক্রমরাজ ব্যাঘ্ররাজের জয়—জয় জয় মহাজয়। তাঁর মত দাতা এই কচু বনে কে আছে?"

রাজার চেহারাটি ভাল। এমন মোটা পুতুল মুকুল কখন দেখেনি। এটাকে পেলে কেয়া ভারী খুশী হবে। সে খপ্‌ করে রাজার মুণ্ড ধরে তুলে তাকে বগলে নিয়ে চল্‌তে লাগ্‌ল।

অন্য সকলে দেখ্‌লে, তাদের রাজমশায় হঠাৎ শূন্যে উঠে গেলেন, আর নামলেন না। চারধারে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। সকলেই বল্‌তে লাগ্‌ল—"আহা! মহারাজ আমাদের ভারী পুণ্যাত্মা; রামছাগল চিবতে চিবতে সশরীরে স্বর্গে চলে গেলেন। রাজধানীতে খবর দাও—"

সাতগণ্ডা পুতুল গুটি গুটি রাজধানীতে ছুট্‌ল।

মুকুল চলেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বন শেষ হয়ে

এল। ওধারেও আর গাছপালা নেই, কেবল মাঠ। মাঠে বালু চিক্ চিক্ করছে। তার মাঝে মাঝে উট চরে

মরুভূমির গরম বালি দিয়ে ভুট্টার খৈ ভাজছে

বেড়াচ্ছে। মুকুল মরুভূমির গল্প শুনেছিল। সে শুনেছিল, সেখানে উট ছাড়া আর কিছু চলে না। মরুভূমিতে

জল নেই, ছায়া নেই, মুড়ী-মুড়কীর দোকান নেই, আছে কেবল গরম বালু, আর দস্যু।

মুকুলের কিন্তু মরুভূমির মাঝ দিয়ে চল্‌তে একটুও কষ্ট হল না। সে দেখ্‌লে, এক জায়গায় কতকগুলো খেজুর চারার নীচে গোটা ছয়েক গিন্নী-পুতুল মরুভূমির গরম বালু দিয়ে ভুট্টার খৈ ভাজ্‌ছে। তাদের কাছ থেকে দূরে একদল কর্ত্তা-পুতুল বসে খেজুর খাচ্ছিল, আর, খোশ-মেজাজে গল্প করছিল। যে উটগুলোকে মুকুল চরে বেড়াতে দেখেছে সেগুলো ওদেরই।

হঠাৎ খুব দূরে বালি উড়তে লাগল। কর্ত্তাদের মধ্যে একদল বল্‌লে—"সামাল, সামাল, দস্যুরা আস্‌ছে—"

গিন্নী-পুতুলরা চট্ করে খোলা সামলে নিলে। কর্ত্তারা খেজুরগুলো বীচি সমেৎ গিলে ফেলেই ছুট্‌ল উট আন্‌তে। উট্‌গুলো কেবল বোঝা বয় আর বাঁধা থাকে। এখন তাদের নিজেদের এলাকার মধ্যে ছাড়া পেয়ে কিছুতেই ধরা দিতে চায় না। উটের এক নাম—মরুভূমির জাহাজ। মুকুল দেখ্‌লে, উটগুলোর সামনের দুখানা পা দাঁড়ের মত ঝপাঝপ বালির ওপর পড়ছে; পিছনের পা দুটো মাস্তুল ও লেজটা হয়ে গেছে হাল। তারা বালু কেটে চলেছে।

কর্ত্তারাও কম ওস্তাদ নয় ; তারাও ছুট্‌ছে। ধরে ধরে, এমন সময় দেখা গেল, মাস্তুলের সঙ্গে উটেরা পালের মত তাদের কান লাগিয়ে দিয়ে দাঁড় দুখানা তুলে নিলে। পালে মরুভূমির গরম বাতাস হু হু করে লাগ্‌ছে। গরমে ও হাওয়া লেগে তাদের কান দুখানাও ক্রমে ফুলে উঠে একেবারে বড় বড় পালের মত দেখা যেতে লাগ্‌ল।

এদিকে দস্যুদেরও দেখা যাচ্ছে। তারাও সব উটে চড়ে আসছিল। সকলের হাতেই অস্ত্র। তারা এসেই প্রথমে ভূট্টাগুলো গিন্নী-পুতুলদের কাছ থেকে কেড়ে নিলে। তারপর কর্ত্তাদের পিছনে ছুটল। মরুভূমিতে যারা ঘুরে বেড়ায় তারা বড় বীর। কর্ত্তারাও হাতে কাপড় জড়িয়ে এক এক মুঠো গরম বালি তুলে নিলে। দস্যুরা তা দেখ্‌তে পায় নি ; দেখলেও বুঝ্‌তে পারে নি। দস্যুরা কাছে আস্‌তেই কর্ত্তা-পুতুলরা তাদের চোখ লক্ষ্য করে বালু ছুঁড়ে মার্‌লে।

দস্যুদের কয়েকজনের চোখ কানা হয়ে গেল। পিছনে যারা ছিল তারা ছুটে সামনে এসেই কর্ত্তাপুতুলদের পেটে সড়কী চালিয়ে দিলে। মুকুল দেখ্‌লে, সড়কীগুলো খেজুর কাঁটার।

ওদিকে গিন্নীরা দেখ্‌লে কর্ত্তারা সব মারা গেছে।

এবার দস্যুরা তাদের আক্রমণ করবে। তাদের উটগুলোও সেই সময় উলটো বাতাসের ঠেলায় খেজুর তলায় ফিরে এসেছিল। গিন্নীরা পোঁটলা-পুঁটলী নিয়ে টপাটপ তাতে উঠে পড়ল। মরুভূমিতে তখন ঝড় উঠেছে। ঝড়ে মরুভূমির জাহাজ উড়ে চল্‌ল।

দস্যুরা দেখ্‌লে গিন্নী-পুতুলরা পালিয়ে যাচ্ছে। তারাও দল বেঁধে তাদের পিছনে ছুটল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে জাহাজ, দস্যু, গিন্নী-পুতুল সব দূরে—বহুদূরে—মরুভূমি শেষে আকাশের গায়ে একেবারে মিলিয়ে গেল।

১১

মুকুল চলেছে। তার বগলে পুতুলরাজ মহারাজ ব্যাঘ্ররাজ কাঠ হয়ে আছেন। মরুভূমিও প্রায় শেষ হয়ে এল। তবুও কেয়া কোথায়? যদি ডলটারও দেখা পাওয়া যেত তাহলে—কথাটা ভাবতে না ভাবতে সে দেখ্‌লে মরুভূমির শেষ সীমায় ডলটা যেন দাঁড়িয়ে। তার কাঁধে খাপখোলা তলোয়ার রৌদ্রে ঝকমক করছে। সে একবার মনে করলে মনের ভুল। চোখ দুটো কুঁচকে ভ্রূর ওপর হাত লাগিয়ে খুব ভাল করে লক্ষ্য করতে লাগ্‌ল। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না; কিন্তু মনে হচ্ছে যেন ডলই দাঁড়িয়ে।

সে ডলটার দিকে লক্ষ্য রেখে ছুট্‌তে লাগ্‌ল।

না, ভুল নয়। সে ঠিকই দেখ্‌ছে। ঐ ত ডলটা স্পষ্ট দেখা যায়। ভাব দেখে মনে হচ্ছিল, ডলটা যেন তারই জন্য অপেক্ষা করছে। সে তলোয়ারখানা কাঁধ থেকে নামিয়ে ছড়ির মত করে মাটিতে ঠেকিয়ে তার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে; মুকুল মনে মনে বল্‌লে, এবার ওকে ধরবই। না ধরতে পারলেও কেয়া কোন্ দিকে গেছে সে কথা জেনে নেব—

ডলটা মুকুলকে আস্‌তে দেখে, এমন ভাবে পিছন ফিরে দাঁড়াল যেন তাকে সে দেখতেই পায়নি।

মুকুলেরও বিশ্বাস হল তাই। তাই তার মনে আনন্দ ধরে না। 'এবার ডলটা ধরা পড়েছে—' ভাব্‌তে ভাব্‌তে সে তার ঠিক পিছনে গিয়ে ধরবার জন্যে হাত বাড়াতেই ডলটা চট্‌ কোরে সরে গিয়ে দিল ছুট্‌।

মুকুলের এবার রাগ হ'ল। সে তার বগল থেকে মহারাজ পুতুলরাজ ব্যাঘ্ররাজকে নিয়ে ডলটার গায়ে খুব জোরে ছুঁড়ে মারলে। মনে করেছিল, মহারাজের বিপুল শরীরের ধাক্কায় ডলটা নিশ্চয়ই মুখ থুব্‌ড়ে পড়বে। ডলটার পিঠে মহারাজ সবেগে গিয়ে পড়লেন বটে কিন্তু

ডলটা তাতে পড়ল না। ফিরে সে মহারাজকে কাঁধে তুলে নিয়ে খরগোসের মত ছুট্‌তে লাগল।

মুকুল চীৎকার করে বল্‌লে—"দাঁড়াও, ডল, দাঁড়াও। কেয়া কোথায় কোন্ দিকে বল—"

ডলটা ছুটতে ছুটতে তার সামনের দিকে তলোয়ার বাড়িয়ে ইসারা করে দেখালে—ঐ দিকে।

মুকুলও ডলের পিছনে পিছনে সেই দিকেই ছুট্‌ল। ডলের কাঁধে মহারাজ পুতুলরাজ ব্যাঘ্ররাজ দুপাশে পা ঝুলিয়ে বসে আছেন। তাঁর বিশাল ভুঁড়ির সঙ্গে ডলের মাথা ঠেক্‌ছে। মহারাজ ত ভুঁড়ি সরাতে পারেন না, ডলই ঘাড় কাৎ করে দৌড়চ্ছে।

দৌড়তে দৌড়তে মুকুল দেখ্‌লে তার সামনে দূরে জল চিক্ চিক্ করছে। আরও কাছে গিয়ে দেখে জলের রঙ্ নীল। তার ঠাকুমা একবার শ্রীক্ষেত্রে গিয়েছিলেন। তাঁর মুখে সে শুনেছিল, সমুদ্রের জল নীল; তার ওপর পাহাড় প্রমাণ ঢেউ ওঠে; ঢেউয়ের মাথায় সাদা ফেনা থাকে। ওটাও কি সমুদ্র?

ওই ত বড় বড় ঢেউ উঠ্‌ছে, ফেনাও সাদা। ডলটা ঢেউয়ের ওপর দিয়ে ছুটে চল্‌তে লাগ্‌ল। তার কাঁধে পুতুলরাজ আরামে বসে আছেন। তারা যখন ঢেউয়ের

মাথায় ওঠে তখন তাদের দেখা যায় ; যখন ওপাশে নামে ঢেউয়ের আড়ালে পড়ে, দেখা যায় না। কিছুক্ষণের
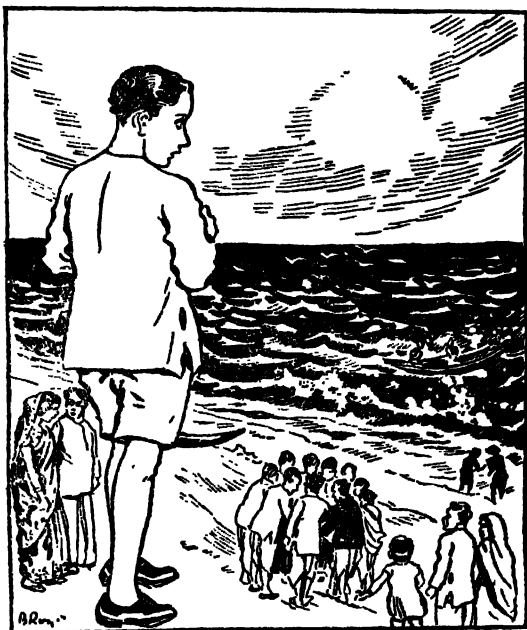
মাছ বোঝাই একখানা ডিঙি এসে তীরে লাগল

মধ্যেই ডলটা সমুদ্রের পারে গিয়ে উঠ্‌ল। তারপর রাজামশায়কে কাঁধ থেকে নামিয়ে আঁজলা ভরে সমুদ্রের জল খেতে লাগ্‌ল। খানিকটা জল নিয়ে রাজামশায়ের

মাথায় ও ভুঁড়িতে দিলে। মনে হল, রাজামশায়ের তাতে বড় আরাম বোধ হচ্ছে।

মুকুলের বড় আশ্চর্য্য বোধ হল। সে বইয়ে পড়েছে সমুদ্রের জল লোণা, মুখে দেওয়া যায় না; আর, তার পারাপার চোখে পড়ে না। তবে একি হল?

সে সমুদ্রের তীরে গিয়ে দাঁড়াল। অনেক পুতুল তখন হাঁ করে সমুদ্রের খোলা হাওয়া খাচ্ছিল। অনেকে জলে নেমে স্নান করছে; খানকয়েক ডিঙি সমুদ্রের এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। জেলেরা তাতে চড়ে মাছ্ ধরছিল। তাদের মাথায় গাধার টুপী, পরণে নেংটী। মাছ বোঝাই একখানা ডিঙি এসে তীরে লাগ্‌ল। পুতুলরা সকলে তার চারধারে ভীড় করে দাঁড়াল। জেলেরাও জালবোঝাই মাছ তীরে নামালে। তারপর তীরে গাদা করে রাখলে।

মুকুল সকলের মাথার ওপর দিয়ে ঝুঁকে দেখ্‌লে, সেগুলো ব্যাঙাচী, জল মাকড়শা, কড়ি পোকা ও দুচারটে ল্যাটার পোনা। সেইগুলোই কেনবার জন্যে পুতুলদের মধ্যে মারামারি লেগে গেল, লাঠি দিয়ে নয় টাকা বোঝাই ব্যাগ দিয়ে। ছোট ব্যাগ যাদের তারা বড় ব্যাগীদের কাছে হেরে গেল। বড় ব্যাগীরা আবার হারল জেলেটার

কাছে। জেলেটা কিছুতেই মাছ দেবে না। শেষে সে মাছ দিলে বটে কিন্তু তারপর দেখা গেল বড় ব্যাগীদের ব্যাগ খালি। তারা মাছ দিয়ে শূন্য ব্যাগ ভর্ত্তি করে বাড়ী চলেছে।

মুকুল আর সময় নষ্ট করলে না; ডলের মত সমুদ্র পার হতে গেল। কিন্তু হেঁটে সমুদ্র পার হওয়ার কৌশল সে জানত না। চার আঙুল জলে গিয়েই তার পা ভিজে গেল। সে ফিরে এল।

একবার ওপার পানে তাকিয়ে দেখ্‌লে, ডল নেই। কিন্তু রাজা মশায়ের গোঁফ জোড়া মাটিতে পড়ে বিঁধে আছে। সেখান থেকে মনে হচ্ছে, শরবন।

মুকুল ভাব্‌লে, সে পাড় ঘুরে সমুদ্রের পারে যাবে। সে চল্‌তে লাগল। কিন্তু বেশীদূর এগোতে পারলে না! সামনেই দেখলে, একটা পুতুলকে অনেকগুলো পুতুল ঘিরে ধরেছে। সেই পুতুলটা ছোট্ট একটা টিনের ঢাঁড়া পিটিয়ে চীৎকার করে বল্‌ছে—“পুতুলরা সব সাবধান! কিছু দিন থেকে এদেশে দৈত্য এসেছে। তারা দুজন। নানা দেশের পুতুলদের ওপর অত্যাচার করেছে। কারুকে দৈত্যেরা আছড়ে মেরেছে, কারুকে নিয়ে পালিয়েছে, আবার কারুকে সশরীরে স্বর্গে পাঠিয়েছে।”

একটা ফাজিল পুতুল ছিল ; বল্‌লে—"তা' আমাদের কি করতে হবে ?"

ঢ্যাঁড়াদার তেমনি চীৎকার করে বল্‌লে—"কর্ত্তা-গিন্নী, খোকা-খুকী কেউ আর রাস্তায় বেরিও না। যাকে ধরে নিয়ে যাবে সে যেন তৎক্ষণাৎ গিয়ে পুলিশে খবর দেয়। না পারলে যেন কাঁদে। তাও যদি না পারে যেন মরার ভাণ করে।"

ফাজিলটা বল্‌লে—"তাহলেও কি সে ছাড়বে ?"

"তা আমি জানি না ; জানেন কর্ত্তারা। যে যত পারবে রোগা হবে। কেউ ভাল কাপড়-চোপড় পরবে না ; ননীর শরীরও যেন কারো না হয়—টং ট-ট টং—টং-টং—টং—"

মুকুল বুঝ্‌লে, এরা কেয়া ও তার সম্বন্ধে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে দিচ্ছে। আজ কেয়া এখানে থাকলে, শুনে আমোদ পেত। কিন্তু কেয়া দৈত্য ? তার মত লক্ষ্মী মেয়ে কটা আছে ? "দাঁড়া তোদের দেখাচ্ছি" বলেই সে একমুঠো পুতুল তুলে সমুদ্রের জলে ফেলে দিলে।

ঢ্যাঁড়াদার তখনও দুহাত এগোয়নি। আবার ঢ্যাঁড়া দিলে—"টং—ট-ট—টং—টং—টং। শোন সকলে পুতুলপুরীর পুতুলরা—"তার কথা শেষ না হতেই মুকুল

খপ্ করে তার ঘাড় চেপে ধরলে। তারপর তার ঢ্যাড়া সমেত তাকে সমুদ্রের জলে দিলে বিসর্জ্জন।

চারধারে সকলেই বলছে—"পালাও—পালাও—দৈত্য এসেছে। যাদের সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়েছে ; তারা এখনই গিয়ে পুলিশে খবর দিক—"

যারা সমুদ্রের জলে পড়েছিল, তারা কিন্তু খাবি খাচ্ছে। কেউ কেউ ডুবেও গেছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সমুদ্রের তীর খালি হয়ে গেল। আর কেউ নেই।

মুকুল ওপার পানে তাকিয়ে দেখলে, কেয়ার ডলটা তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ; পাশে তার পুতুল-রাজ মাটিতে একটা ঢিপির মত বসে আছেন।

ডলটার মুখে যেন রাগের চিহ্ন। মুকুলের হাসি এল। রাগ! ডলের আবার রাগ! ওর রাগকে কেউ ভয় করে? একবার ধরতে পারলে হয় ; তারপর বুঝিয়ে দেবে তলোয়ার চুরী ও লুকোচুরী খেলার শাস্তি কেমন। তার জন্যেই এতকাণ্ড!

সে এবার সমুদ্রের তীর ধরে ছুটল। ঢেউগুলো তার পায়ে এসে আছড়ে পড়ছে ; গায়ে, মাথায়, মুখে, চোখে জলকণা লাগছে। পায়ের নীচে বালি। সে হাজার

চেষ্টা করেও জোরে দৌড়তে পারছে না, পা তুখানা জড়িয়ে যাচ্ছে।

ডলটা কিন্তু একবারও তার দিক থেকে চোখ ফেরায় নি। রাজামশায়ও জড়ের মত হাঁ করে বসে আছেন। বোধ হয় সমুদ্রের লোণা হাওয়া খাচ্ছিলেন।

মুকুলের আশা হল, ওদের এবার ধরতে পারবে। সমুদ্রও ক্রমে সরু হয়ে আস্‌ছে। আর একটু এগিয়ে গিয়ে সে লাফ দেওয়ার জায়গা পেতে পারে।

সে চল্‌তে চল্‌তে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। দেখলে, কিছুদূরে কয়েকটা গাঢ় হলুদ রঙের শাঁখ পড়ে আছে। বেশ বড় দেখে ত্নটো শাখ কুড়িয়ে নিলে। মনে মনে ঠিক করলে, শাঁখ ছুঁড়ে মেরে ডলটাকে কাবু করবে। ডলের চালাকী আর সে সহ্য করবে না।

ছুট্‌তে ছুট্‌তে একটু ঢিল দিয়েছিল ; আবার সে জোরে ছুটতে লাগল।

১২

মুকুল চলেছে—

তার ডান দিকে সমুদ্র ; বাঁ দিকে, সামনে ও পিছনে সমুদ্রের বালুভরা তীর।

হঠাৎ সে দেখ্‌লে সব একটু একটু করে চওড়া

হচ্ছে। বালি চক্‌চকে লাল হয়ে এসেছে, সমুদ্রের জল নীল, তার ঢেউগুলো খুব বড় ও খুব সাদা। ওপারটা ক্রমে সরে যেতে যেতে একেবারে আকাশের সঙ্গে মিলিয়ে গেল।

এবার তার ভয় ভয় করতে লাগ্‌ল। সে পিছনদিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে, তাদের গাঁয়ের মাঠ দিয়ে সেবার মহা কোলাহল করতে করতে যেমন বন্যার জল ছুটে এসেছিল, সমুদ্রের রাঙা বালির ওপর দিয়ে তেমনি জলের স্রোত আস্‌ছে। তার রংটা ঘোলা বোধ হচ্ছে। তবে স্রোত এখনও অনেক দূরে।

সে বাঁ ধারে তাকিয়ে দেখ্‌লে, সেদিকেও তাই। সমুখটায় কেবল বালি ধু ধু করছে।

ডানদিকে কেবল সমুদ্র। কিন্তু ওর ওপর সারবেঁধে ও কি আস্‌ছে? মাছ্? না কোন জলজন্তু? মাছ্‌ই হোক, আর, জলজন্তুই হোক, তার তাতে ভয় করবার কিছু নেই। সে শুক্‌নো ডাঙার ওপর দিয়ে চলেছে।

তবে পিছনে ও বাঁ ধারের ঐ জিনিষটা—? সে আবার তাকিয়ে দেখ্‌লে। এবার মনে হল, সেটা স্থির হয়ে আছে। বোধ হয় মেঘের ছায়া। গাঁয়ের মাঠে রৌদ্র-মেঘের লুকোচুরি সে অনেক দেখেছে।

সে ওপর দিকে তাকালে। আকাশে ত মেঘ নেই। তবে ও জিনিষটা কি ?

আবার ঐ যে ওর ওপর পঙ্গপালের মত কি উড়ছে ? ঝাঁকটা একবার এদিকে, একবার ওদিকে যাচ্ছে ; আবার কিছু ওপরে উঠ্‌ছে, তারপরই নেমে চারধারে ছড়িয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা খুব তাড়াতাড়ি ঘট্‌ছে। খুব সম্ভব ওরই ছায়া বালির ওপর পড়ে অমন দেখাচ্ছে।

তবুও মুকুলের ভয় গেল না। যে কদিন সে পুতুলের দেশে এসেছে তার মধ্যে এমন কাণ্ড দেখে নি। তার হাতের শাঁখ-জোড়ার ভেতর সমুদ্রের বাতাস গিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। শাঁখদুটো এক একবার যেন বেজে ওঠবার চেষ্টা করছে। শেষে সত্যই দুটো শাঁখই পোঁ শব্দে বেজে উঠে, সমুদ্রের জলে লাফিয়ে পড়ল। তারপরই দেখা গেল, শাঁখ দুটো হাঙ্গরের মত সাঁতরে চলেছে।

মুকুল সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠ্‌ল। সমুদ্রের মধ্যে দূরে যে জিনিষগুলোকে এর আগে চিন্‌তে পারে পারে নি, জন্তু বা মাছ বলে ভুল হয়েছিল, এখন দেখলে সেগুলো পুতুলদের জাহাজ।

জাহাজগুলো রাজহাঁসের মত ঝাঁক বেঁধে আস্‌ছে।

ঐ যে ওদের চিমনী থেকে কালো ধোঁয়ায় আকাশ ঢেকে ফেলেছে। হঠাৎ জাহাজগুলো এক সঙ্গে বাঁশী বাজালে —ভো—ও—ও—ও। এতগুলো জাহাজ ?

মুকুল পিছন ফিরে দেখ্‌লে, সেই জলস্রোতও আবার চল্‌তে সুরু করেছে। সামনে উঁচু জায়গা ছিল; স্রোতটা তার ওপর উঠ্‌ল! বাঁধারে যে স্রোত ছিল সেটাও এগিয়ে আস্‌ছে। কিন্তু দুটোর মধ্যে অনেকখানি ফাঁক।

পঙ্গপালগুলোকেও এবার একটু একটু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

মুকুল ফিরে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে খুব ভাল কোরে লক্ষ্য করতে লাগ্‌ল। তার মধ্যে একবার তার অন্য পাশটা দেখে নিলে।

ঐ যে আরও কতকগুলো শাঁখ পড়ে আছে। সে ছুটে গিয়ে শাঁখগুলোর ওপর হাত দিতেই তারা একসঙ্গে পোঁ-পোঁ শব্দে বেজে উঠ্‌ল। তারপর তাদের খোলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল, সাতটা পুতুল। তাদের হাতে তীর-ধনুক, মাথায় ঝাঁকড়া চুল।

তারা বেরিয়েই মুকুলের চারধারে ছুট্‌তে লাগ্‌ল। ছুট্‌তে ছুট্‌তে তাদের একজন তার হাতের ছোট্ট ধনুক

থেকে আকাশের দিকে একটা তীর ছুড়ে দিলে। তারপরই আবার সকলে শাঁখের খোলের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল।

মুকুল ওপর দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে, তীরটা গোল হয়ে তার মাথার ওপর ঘুরছে।

সে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ব্যাপারটা যে কি ঘট্‌ছে প্রথমে সে বুঝ্‌তেই পারলে না। তার মনে হতে লাগ্‌ল, জাহাজ, জলস্রোত, পঙ্গপাল, শাঁখ সকলে পরামর্শ করে তাকে একসঙ্গে ঘিরে ধরছে।

পুতুলের এত সাহস! সে রাগে ঠোঁট কামড়াতে লাগল। আসুক ওরা। তার সঙ্গে পারবে পুতুলরা? ওদের যুদ্ধ ও অস্ত্র-শস্ত্রের বিষয় সে জানে। একটা লাথি, দুটো ঘুষি, আধখানা ধাক্কা দিলেই ওরা সব ভেঙে গুঁড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যাবে।

শাঁখগুলো যেদিকে পড়েছিল, তার এদিকে একটা ছোট গর্ত্তের মুখে ছিল, কয়েকটা বড় বড় ঝিনুকের খোলা। খোলাগুলোর গায়ের রঙ্ সাদা, হলুদ ও নীলে মিশানো।

মুকুল ছুটে গিয়ে কয়েকটা খোলা হাতে তুলতেই সেগুলো পাখীর মত উড়ে গিয়ে সমুদ্রে পড়ল। তারপরই

হয়ে গেল, জাহাজ। মুকুল দেখ্‌লে জাহাজে কামান সাজানো রয়েছে। কতকগুলো পুতুল নাবিকের পোযাক পরে কামানগুলোর পাশে এসে দাঁড়িয়ে, 'দুম্‌' করে কামান ছুঁড়্‌লে।

গোলাটা মুকুলের দিকে ছুটে এল; কিন্তু তার গায়ে লাগল না তার চারধারে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌ল।

সে গোলাটাকে ধরতে যেতেই গোলাটা তৎক্ষণাৎ ছাই হয়ে বাতাসে উড়ে গেল। ঝিনুকের জাহাজগুলোও সেই সঙ্গে জলের মধ্যে পানকৌড়ির মত ডুব দিলে!

মুকুল দাঁড়িয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌ল, কি করবে? সম্মুখে সে কোথায় যাবে? সমুদ্র ত আর পার হওয়া যাবে না, ডলটাও কোথায় চলে গেছে।

কেয়ার জন্যে তার বড় দুঃখ হতে লাগল। এই অচেনা দেশের পথে পথে হয়ত সেও তার মত হারিয়ে গেছে। সেও তার দাদাকে খুঁজছে। তাদের বাবা-মা তাদের জন্য কত ভাবছেন।

মা হয়ত শুক্‌নো মুখে গাঁয়ের পথের দিকে তাকিয়ে আছেন, আর মাঝে মাঝে ডাকছেন—"মুকুল—কেতকী।"

ঐ পুতুলগুলোরই যত দোষ। পুতুল দেখ্‌লেই এবার ধরে আছাড় দেব।

সে ফিরে চল্‌ল।

১৩

তারপর সে হাত কয়েকও এগোয় নি, দেখ্‌লে সামনের জলস্রোতটা আর নেই। তার বদলে, লক্ষ লক্ষ পুতুল আস্‌ছে। ডানধারে তাকিয়ে দেখলে, সেদিকেও জলস্রোত নেই, কেবল পুতুল। পঙ্গপালগুলোও এরোপ্লেন হয়ে গেছে। এরোপ্লেনের এঞ্জিন ও পাখার শব্দে, লক্ষ লক্ষ পুতুলের চীৎকরে কানপাতা যায় না। ঐ সঙ্গে আবার কাড়ানাকাড়া বাজছে।

সমুদ্রের মধ্যে দূরে যে জাহাজগুলো দেখা যাচ্ছিল, এবার সেগুলো বেশ কাছে এগিয়ে এসেছে। তাদের ডেকের ওপর পুতলরা ব্যস্ত হয়ে এদিক-ওদিক যাচ্ছে। জাহাজগুলোর সামনে, পিছনে, মাস্তুলে ও গায়ে ছোট বড় কামান। জাহাজগুলোর চেহারাও একরকম নয়। তারা সবগুলোই জলের ওপর ভাসে না ; কোনটা কেবল ডুব দিয়ে চলে ; কোনটা ডুব দেয়, ভাসে, আবার দরকার হলে ওড়ে।

পুতুলগুলোও সব সৈন্য। তাদের আগে আগে তলোয়ার কাঁধে কেয়ার ডল। তার পাশে চারটে

জাহাজগুলো দেখা যাচ্ছিল

লোকের ঘাড়ে চেপে আস্‌ছেন, পুতুলরাজ ব্যাঘ্ররাজ। তাঁর টাকের চারধারে চুলগুলো সাদা। শরীর কিন্তু একটুও খারাপ হয় নি।

পুতুলদের মুখে সেই গান—

চিংড়ী খেকো
ভেংচী কাটে
আমরা জানি তা
সাত শ পুতুল কামড়ে দিলে
হতেই হবে ঘা—

মুকুল তাদের ভেংচী কেটে বললে—

"দাঁত কপাটি লাগবে তোদের
মারবো যখন ঘুষি
চড় মারব ধাক্কা দেব
ধর্‌ব কাদায় ঠুসি—

আয় সব। আগে কেয়ার ডল, তারপর রাজাটাকে, তারপর তোদের" বলে সে দাঁত কড়মড় করতে লাগ্‌ল।

কিন্তু পুতুলরা যত ছোটই হোক, মুকুলের গায়ে যত জোরই থাক্‌, পুতুলদের কথা কিছু সত্যি। একসঙ্গে "সাত শ পুতুল কামড়ে দিলে হতেই হবে ঘা—"

কেয়ার ডল মুখে আঙুল দিয়ে খুব জোরে শীষ দিলে। সেই সঙ্গে রাজা মশায়ও মোটা গলায় বল্লেন— "মারো।" বলেই তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

তৎক্ষণাৎ পুতুলরা তিনদিক থেকে মুকুলকে আক্রমণ

করলে। সমুদ্রের মধ্য থেকে কামানের গোলা আস্‌ছে, হাঁটু থেকে মাথা অবধি এরোপ্লেনের ঝাঁক উড়ছে, পায়ের কাছে লক্ষ লক্ষ পুতুল।

রাজামশায়ও মোটা গলায় বল্‌লেন—"মারো।"

মুকুল অস্থির হয়ে উঠ্‌ল। রাগে তার গা জ্বালা করছে। সে লাথি চালাচ্ছে, ঘুষি মারছে, এক একবার

লাফিয়ে উঠ্ছে, পুতুলদের ওপর দিয়ে হাত কয়েক ছুটে যাচ্ছে। তাতে অনেক পুতুল জখম হল, অনেক এরোপ্লেন পড়ে গেল, রাজা মশায়ের ভুঁড়িতে চোট লেগেছে, কেয়ার ডলটার মাথা একটু কেটে গেছে। কিন্তু তবুও মুকুল যে তাদের সঙ্গে পার্বে, তেমন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

পুতুলরা মরতে মরতেও গাইছে—"সাত শ পুতুল কামড়ে দিলে হতেই হবে ঘা।"

মুকুলও বল্ছে—"চড় মারব ধাক্কা দেব ধরব কাদায় ঠুসি—।"

কেউ কারুকে হারাতে পারে না। এমন যুদ্ধ পুতুলপুরী তৈরী হয়ে পর্য্যন্ত কোনদিন হয় নি। কেননা হবে কার সঙ্গে ?

শেষে মুকুল দেখ্লে, ওদেরই জয় হবে। কি লজ্জা! পুতুলদের হাতে সে পরাস্ত হতে চলেছে! কখনই না। সে বিপুল বিক্রমে হাত-পা ছুঁড়েছে, চীৎকার করছে।

রাজামশায় বলছেন "মারো" ; কেয়ার ডলও বল্ছে "এগিয়ে যাও—।"

তাদের কাছে উৎসাহ পেয়ে পুতুলরাও দ্বিগুণ জোরে আক্রমণ করলে।

মুকুল দেখ্লে এবার আর রক্ষা নেই। তার জামা-

কাপড় ছিঁড়ে গেছে ; হাত-পা ছড়ে গেছে, পিঠ জ্বলছে—এমন সময় হঠাৎ তার পিছনে শাঁখ বেজে উঠ্‌ল—পোঁ।

সে তাকিয়ে দেখে গোটা দশবারো শাঁখের ভেতর থেকে তীর ধনুক হাতে দশবারোটা পুতুল বেরিয়ে এল। বেরিয়েই তারা মুকুলকে ঘিরে দাঁড়িয়ে মুকুলের শত্রুদের ওপর তীর চালাতে লাগ্‌ল। সমুদ্রেও তখন ভয়ঙ্কর কাণ্ড সুরু হয়েছে। সেই ঝিনুকগুলো ভেসে উঠে, শত্রুজাহাজগুলোর ওপর গোলা চালাচ্ছে। মাথার ওপরেও একটা তীর হঠাৎ শতটুক্‌রোর ভেঙ্গে এরোপ্লেন হয়ে বিপক্ষীয়দের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ কর্‌ছে।

কেয়ার দল ও রাজামশায় চীৎকার করে বল্‌ছেন—“জয় পুতুলদের জয়—”

মুকুলের চারপাশ থেকে শাঁখ বেজে উঠে সকলের চীৎকার ডুবিয়ে দিয়ে ঘোষণা করছে—“যে মানুষ তারই জয়—”

“জয়, মুকুলেরই জয়। ঐ যে কেয়া, ঐ যে মা—” সে ছুট্‌ল।

কিছুদূর গিয়েই সে দেখে শরতের সোনার রোদে তাদের আঙ্গিনা ভরে গেছে ; ওদিকে বারোয়ারী তলা থেকে শানাইয়ের আওয়াজ ভেসে আস্‌ছে।

তারপাশে ডল বগলে—কেয়া। সে বললে—"দাদা, চল্-চল্-ওঠ্—যাবি না?"

মুকুল চোখ রগড়াতে রগড়াতে জিজ্ঞাসা করলে—"কেয়া! তুই? আমার তালায়ার!" বলেই সে বালিশের নীচে হাত দিয়ে তলোয়ারখানা টেনে বার করলে। তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে বললে—"তুই কোথায় ছিলি রে!"

কেয়া খিল্ খিল্ করে হেসে উঠ্‌ল। বললে—"ঘুমোচ্ছিলুম। চল্-চল্—ঐ বাজনা বাজ্‌ছে—"

মুকুল এবার লাফিয়ে উঠ্‌ল। বললে—"এক মজা হয়েছে—শোন্—শোন্—"

কেয়া ততক্ষণে বারান্দায় বেরিয়েছে। উঠোনে নামনে নামতে বললে—"পরে শুন্‌ব তুই আয়—"বলে সে ছুটতে লাগল।

মুকুলও তলোয়ার হাতে ছুটল তার পিছনে।

রস্তায় বেরিয়ে দেখে, পাড়ার ছেলে মেয়েরা নানা রকম পোষাক পরে বারোয়ারী তলার দিকে ছুটেছে। তারও ভাই-বোনে দু তাদের মধ্যে মিশে গেল।